আমার পণ্য আমার দেশ®

অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি ও এগ্রোমেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এ দুটো সেক্টরের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসাবে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের সীমাবদ্ধতা সমূহ চিহ্নিত করে সম্ভাবনাসমূহ কাজে লাগানোর বিষয়ে এ তিনটি সেক্টর নিয়ে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) কতৃক গৃহিত উদ্যোগ (মেলা আয়োজন, তথ্য মংগ্রহ, সেমিনার/ওয়ার্কসপ/ডায়ালগ ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন অংশিজনের মতামতের ভিত্তিতে তৈরীকৃত প্রতিবেদন।

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাষ্ট্রিজ
BANGLADESH CHAMBER OF INDUSTRIES

সার্বিক নির্দেশনা:

জনাব আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ)
সভাপতি
বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)

সহযোগিতায়:

জনাব হাফিজুর রহমান খান
সভাপতি
বাংলাদেশ অটোমোবাইলস অ্যাসেম্বলার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন

জনাব আলীমুল এহছান চৌধুরী
সভাপতি
এগ্রিকালচার মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ

জনাব আব্দুর রাজ্জাক
সভাপতি
বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স এসোসিয়েশন

বিসিআই সেন্টার ফর এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট

মেলা বাস্তবায়ন কমিটি

প্রতিবেদনটি প্রণয়ণ করেছেন:

ড. মো: হেলাল উদ্দিন, এনডিসি
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)

তারিখ: ডিসেম্বর, ২০২৫

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাষ্ট্রিজ (বিসিআই)
এডিসন প্রাইম (৯ম তলা)
২৬১/সি, তেজগাঁও শি/এ
নাবিস্কো বাস স্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৮

সূচীপত্র

Executive Summary:..... ০৩

প্রতিবেদনে উল্লিখিত সেক্টরভিত্তিক সুপারিশ সমূহের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন কৌশল:

অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর..... ০৫

এগ্রো মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর..... ০৮

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর..... ১১

বিস্তারিত প্রতিবেদন

ভূমিকা..... ১৪

অটোমেবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর..... ১৬

এগ্রিকালচার মেশিনারী ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর..... ২৪

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর..... ৩৩

Executive Summary:

অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি ও এগ্রো মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি এবং এই দুইটি ইন্ডাস্ট্রির ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসাবে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের অর্থনীতির মোড় ঘোরানের অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত। বাংলাদেশের কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা, এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এর জন্য এ তিনটি সেক্টরের অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮ কোটি মানুষের দেশ এখনও কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে কৃষি শ্রমিকের পরিমান কমে যাওয়া, কৃষি শ্রমিকের গড় বয়স বৃদ্ধি এবং কৃষি ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কৃষির কাঙ্খিত বিকাশের জন্য কৃষি যান্ত্রিকিকরণ একটি জরুরী পদক্ষেপ। আমাদের বিপুল জনগোষ্টির দেশে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরী করে কৃষি যন্ত্রপাতি রপ্তানিও আমাদের অন্যতম প্রধান একটি রপ্তানি খাত হতে পারে। অপরদিকে বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, দেশের গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত অবকাঠামো উন্নয়ন, যাত্রী পরিবহনের পাশা-পাশি বাণিজ্যিক যানবাহনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা আমাদের অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর এর বিকাশের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা যদি কিছু সফল দেশের তালিকা দেখি যেমন, চায়না, ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মরক্কো তারা অটোমোবাইল সেক্টর উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা পূরণ ও রপ্তানী বাজারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পেরেছে। আমাদের অটোমোবাইল সেক্টরের Growth Potential-ও অনেক বেশি। একই সাথে বাংলাদেশের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর নিজস্ব স্বকিয়তার পাশা-পাশি অটোমোবাইল ও এগ্রো মেশিনারি উৎপাদন সেক্টরের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসাবে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশ ঘটার ও স্থানীয় চাহিদা পূরনের পাশা-পাশি বিপুল পরিমান এক্সপোর্ট পটেনশিয়াল রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ তিনটি সেক্টরের বিকাশে প্রায় একই ধরনের সমস্যা বিদ্যমান যেমন- (ক) সরকারি পলিসি সহায়তার কার্যকর বাস্তবায়ন; (খ) স্থানীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় Fiscal সুবিধার (Tax, VAT) প্রতিকুল অবস্থা; (গ) সহজ শর্তে অর্থায়ন ও প্রয়োজনীয় ঋণ প্রাপ্তিতে সীমাবদ্ধতা; (ঘ) আমাদের নিজস্ব মার্কেট সহ আন্তর্জাতিক মার্কেটে ঢুকার মত মান, Testing ও Certification গ্রহণের সুযোগ পর্যন্ত না থাকায় আমরা প্রতিযোগীতায় সক্ষম নই; (ঙ) এ সেক্টর সমূহের জন্য দক্ষ প্রকৌশলী, অপারেটর ও টেকনিশিয়ানের অভাব এবং প্রাপ্তির জন্য সঠিক পাইপলাইন নাই; (চ) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে কার্যকর সংযোগস্থাপন ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের অভাবে আমরা উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারছি না; (ছ) এ সকল সেক্টরের গুরুত্ব অনুযায়ী সরকারি ভাবে বিশেষ উদ্যোগের অভাব যেমন সুনির্দিষ্ট ক্লাস্টারিং বা SEZ স্থাপন করে সকল ধরনের অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধা সরকারি ভাবে করে দিয়ে বিদ্যমান উদ্যোক্তা ও নতুন উদ্যোক্তাদের সহায়তা দান যেন তারা একই জায়গায় প্রযুক্তিগত সুবিধা পেতে পারে। পর্যালোচনায় দেখা যায় বিদ্যমান সমস্যা সমূহের সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও কার্যকর সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। অপরদিকে প্রাইভেট সেক্টর থেকেও সুনির্দিষ্ট ভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য কোথায় যাবে এমন সুযোগের অভাব রয়েছে। এ তিনটি সেক্টরের গুরুত্ব অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিশেষ

করে শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তরসমূহ এবং প্রাইভেট সেক্টরের পক্ষ থেকে কার্যকর সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ থাকা আবশ্যক। যেমন অটোমোবাইল ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য সরকারের পক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেমন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সহায়ক দপ্তর সমূহকে (BSTI, BITAC, DPDT) নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে যারা অটোমোবাইল ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়নে জন্য একনিষ্ট ভাবে কাজ করবে অপর দিকে প্রাইভেট সেক্টরের পক্ষে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) এর নেতৃত্বে অটোমোবাইল ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের সংশ্লিষ্ট এসোশিয়েশন সমূহকে নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে এই দুইটি সেক্টরের সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করা এবং সরকারি দপ্তরে সম্মিলিতভাবে সমস্যা সমূহ তুলে ধরার জন্য ধারাবাহিক ভাবে কাজ করা। অপর দিকে কৃষি যন্ত্রপাতি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি ও তাদের ব্যকওয়ার্ড লিংকেজ হিসাবে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং/ফাউন্ড্রি শিল্প মালিকের প্রয়োজনীয় সমস্যা সমূহ চিহ্নিত ও সমাধানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর যেমন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অধীন অন্যান্য দপ্তর সমূহকে (BADC, BARC, DAE) নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠণ করা এবং প্রইভেট সেক্টরের পক্ষে এগ্রিকালচার মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ বা বিসিআই এর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন সমূহকে নিয়ে একটি প্রইভেট সেক্টর টাস্কফোর্স গঠণ করা যেতে পারে। প্রাইভেট সেক্টর টাস্কফোর্স সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর সমূহের সাথে যোগাযোগপূর্বক সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য প্রতিনিয়ত উদ্যোগ চালিয়ে যাবে। অটোমোবাইল, এগ্রো মেশিনারি ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের কার্যকর বিকাশের জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি সহায়তা আবশ্যক আর এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট সেক্টর এবং সরকারের সঙ্গে একটি সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। পর্যালোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে স্থানীয় বাজারের উন্নয়নে বিদ্যমান সমস্যা সমূহ সমাধান, ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শক্তিশালীকরণ এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সকল অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি এবং সবার জন্য সমান সুযোগ (প্রতিযোগীতা নিশ্চিত করা) তৈরী করে স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের এ সেক্টর সমূহে আকৃষ্ট করতে পারলে FDI প্রবাহও বৃদ্ধি পাবে এবং একটি যৌথ উন্নয়ন Ecosystem গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায় যার মাধ্যমে বাংলাদেশের কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বহুমুখীকরণে একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

প্রতিবেদনে উল্লিখিত সেক্টরভিত্তিক সুপারিশ সমূহের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন কৌশলঃ

ক। অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর

ক্র.নং	কি কাজ	কে করবে	কিভাবে করবে
	(১)	(২)	(৩)
১.	বিদ্যমান নীতি সহায়তা পর্যালচনা করে প্রাপ্তি ও গ্যাপ চিহ্নিত করণ যেমন- মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতি ২০১৮, অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১, হালকা প্রকৌশল (Light Engineering) শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২২, জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২, পর্যালোচনা করে উল্লিখিত নীতি সমূহের আওতায় প্রাপ্ত সহায়তার পরিমান ও গ্যাপসমূহ এবং গ্যাপসমূহের পূরণে কোন দপ্তরে যেতে হবে তা চিহ্নিত করা।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স ও প্রাইভেট সেক্টর টাস্কফোর্স।	শিল্প মন্ত্রণালয় পলিসি সহায়তা সমূহ তার অধীন দপ্তর সমূহের দ্বারা প্রদানে কি সমস্যা এবং যে সকল কাজ অন্য দপ্তর/বিভাগের জন্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না তা চিহ্নিত করবে এবং প্রাইভেট সেক্টর টাস্কফোর্স নিজস্ব উদ্যোগে সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কি কি করণীয় তা চিহ্নিত করবেন। শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর BSTI, BITAC, DPDT যা সম্ভব তা দ্রুত করে দিবে। অন্নান্য দপ্তরের কাজ সমূহ তাদের মাধ্যমে করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও প্রাইভেট সেক্টর যৌথ ভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যাবে এবং কাজসমূহ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম একসাথে মিলে করবে।
২.	বিদ্যমান কর কাঠামো পর্যালচনা করে উৎপাদন কারিদের কি সমস্যা হচ্ছে তা চিহ্নিত করা।	প্রাইভেট সেক্টর সমস্যা সমূহ বাস্তবতার নিরিখে চিহ্নিত করে গুরুত্ব অনুসারে গ্রেডিং করবে এবং শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে এক্সপার্ট নিয়োগ করে সমস্যা সমূহ পিন পয়েন্ট করবে।	শিল্প মন্ত্রণালয় ও প্রাইভেট সেক্টর একত্র মিলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অর্থ বিভাগের সাথে বসে বিষয়সমূহ নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করে এ সমস্যা সমূহ নুন্যতম পর্যায়ে নিয়ে আসার যৌথ উদ্যোগ নিবে।
৩.	অটোমোবাইল পার্টস ও কম্পেনেন্ট এর মান নির্ধারণের সুযোগ সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেশন প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি।	শিল্প মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে এবং প্রাইভেট সেক্টর টাস্কফোর্স এবং সংশ্লিষ্ট এসোশিয়েশন সার্বিক সহযোগীতা করবে।	শিল্প মন্ত্রণালয় অধীন মান প্রতিষ্ঠান BSTI এবং শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র BITAC এর সক্ষমতা যাচাই ও আধুনিকায়ন করে পার্টস ও কম্পোনেন্টস এর মান নির্ধারনের উপযোগী করে গড়ে তুলা। আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সার্টিফিকেশন অর্জনের জন্য ইন্ডিয়া, জাপান, জার্মানী এর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU করে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সার্টিফিকেশন অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ। শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি টাস্কফোর্স একত্রে এ কাজের জন্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এর সহযোগীতা প্রয়োজন তাদের সহযোগীতা নিবে।
৪.	দক্ষ কর্মী, অপারেটর, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার তৈরীর পাইপ লাইন তৈরী।	শিল্প মন্ত্রণালয় ও প্রাইভেট সেক্টর টাস্কফোর্স কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/NSDA কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে বসে বর্তমান ও	কর্মের চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ চাহিদা অনুযায়ী ২/৩ টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং ৪/৫ টি টেকনিক্যাল

		ভবিষ্যত চাহিদা যাচাই করে একটি কম্প্রিহেনসিভ প্লান তৈরী করবে।	স্কুল ও কলেজের কারিকুরামে পরিবর্তন করবে। বিদেশী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় টিচার/প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে উপযুক্ত বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU করে টিচার প্রশিক্ষন ও প্রশিক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জম সংগ্রহ করবে এবং টিচার/প্রশিক্ষকরা পলিটেকনিক ও TSC তে উপযুক্ত জনবল তৈরীর প্রশিক্ষণ দিবে। প্রশিক্ষন শেষে তারা যেন কাজ পায় এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
৫.	গবেষণা ও ইনোভেশন কার্যক্রমের জন্য ইন্ডাষ্ট্রি, একাডেমিয়া ও সরকারের পক্ষ থেকে সমন্তিত কার্যক্রম গ্রহণ।	শিল্প মন্ত্রণালয় অটোমোবাইল সেক্টরের গবেষণা ও ইনোভেশনের জন্য অর্থ বিভাগ থেকে বিশেষ ফান্ড সংগ্রহ করবে এবং BITAC এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।	শিল্প মন্ত্রণালয় (BITAC) সংগৃহীত গবেষণা ও ইনোভেশন ফান্ড ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সাথে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করবে। বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান কতৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রাইভেট সেক্টর কতৃক পাইলটিং ও বাজারজাত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। উদ্ভাবিত পণ্যের মান পরিক্ষা ও সার্টিফিকেট প্রদানের BSTI প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৬.	নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা সহ শিল্প Cluster বা SEZ স্থাপন।	শিল্প মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন অটোমোবাইল Cluster বা SEZ এর জন্য উপযুক্ত যায়গা নির্ধারন করে BEZA ও BIDA কে জানাবে। BEZA সকল সুবিধা সহ SEZ স্থাপন করবে বর্তমানে মিরসরাই ইকনোমিক জোনে সকল আধুনিক সুবিধা সহ একটি অটোমোবাইল SEZ স্থাপন করবে যেখানে দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তা সহায়ক সমুদয় সুবিধা পেয়ে তাদের শিল্প স্থাপন করতে পারে।	শিল্প মন্ত্রণালয় ও প্রাইভেট সেক্টর এসোসিয়েশন BEZA এর সাথে মিরশরাই স্পেশাল ইকোনমিক জোন একটি অটোমোবাইল SEZ স্থাপনের উদ্যোগ নিবে। যেখানে সকল অবকাঠামো, টেস্টিং ও সার্টিফিকেশন এর সুবিধা এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের জন্য জায়গা থাকবে। সরকারি ভাবে বিশেষ সুবিধা/প্রনোদনা ও গাইড লাইন দিয়ে এই নির্দিষ্ট SEZ কে গাড়ী উৎপাদন ও রপ্তানীর উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।

অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের উন্নয়নের জন্য এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক এমন বিষয় সমূহ নিম্নরুপ:

i. বর্তমান বিদ্যমান নীতি সহায়তা যেমন- মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতি ২০১৮, অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১, হালকা প্রকৌশল (Light Engineering) শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২২, জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ পর্যালোচনা করে নীতিমালা সমূহের অধীন প্রাপ্ত সুবিধা সমূহ কতটুকু পাওয়া যাচ্ছে এবং অন্যান্য যেগুলো পেতে সমস্যা হচ্ছে তা চিহ্নিত করে কার দায়িত্ব তা নিরুপন করে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

ii. অটোমোবাইল পার্টস ও কম্পোনেন্ট উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রনের জন্য Testing ও Certification এর ব্যবস্থা করা। অটোমোবাইল পার্টস ও কম্পেনেন্টস এর মান নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক সীকৃত মান সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য BSTI এর সফলতা যাচাই, মান বৃদ্ধিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীকৃত সার্টিফিকেট প্রদানকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ ভাবে কাজ করার জন্য NoU সাক্ষর।

iii. অটোমোবাইল সেক্টরের জন্য প্রযেয্য VAT, Tax, TDS, BDS, IT, AIT ইত্যাদি পর্যালনা করে সহায়ক কর ও শুল্ক কাঠামো নির্ধারণ এবং এসেসমেন্ট ও পরিশোধ প্রক্রিয়া সহজ করা। এর জন্য দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করা, রপ্তানীবৃদ্ধি ও আমদানী নির্ভরতা কমানোর জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে অটোমোবাইল এসোসিয়েশন সহ NBR এর সাথে বিষয়সমূহ Fix করা।

প্রতিবেদনে উল্লিখিত সেক্টরভিত্তিক সুপারিশ সমূহের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন কৌশলঃ

খ। এগ্রো মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর

ক্র.নং	কি কাজ	কে করবে	কিভাবে করবে
	(১)	(২)	(৩)
১.	বিদ্যমান পলিসি পর্যালোচনা: বর্তমান এগ্রো মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর এগ্রো বেইজড ইন্ডাস্ট্রির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় বা শিল্প মন্ত্রণালয় কতৃক কোন পলিসি নাই। জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি ২০২০ অনুযায়ী কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এগোচ্ছে অপর দিকে জাতীয় শিল্প নীতি ২০২২ এর আওতায় এগ্রিকালচার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি অগ্রাধিকার খাত হিসাবে বিশেষ কিছু সুবিধা পাওয়ার উল্লেখ আছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নীতিতে উল্লিখিত সুবিধা এ সেক্টর পাচ্ছে না।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয় এবং কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন কারী সমিতি বিষয় সমূহ পর্যালোচনা করে সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টর টাস্কফোর্স চিহ্নিত সমস্যা সমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী করণীয় সমূহ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করবে এবং যারা সমস্যা সমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ববান তাদের নিকট যৌথভাবে মুভ করবে ও চিহ্নিত সমস্যা সমূহ বাস্তবায়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে যাবে।
২.	আর্থিক কাঠামো (কর ও ভর্তুকি) শুল্ক কাঠামো ইত্যাদি পর্যালোচনা করে করণীয় বিষয় সমূহ চিহ্নিত করে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স বিদ্যমান সমস্যা সমূহ গুরুত্ব অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করে তালিকা করবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, NBR এর নিকট সমস্যাসমূহ তুলে ধরার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স এক সাথে উদ্যোগ নিবে এবং সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য যৌথ ভাবে কাজ করে যাবে।
৩.	কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক ও ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির বিষয় সমূহ চিহ্নিত করা।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স আর্থিক ও ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান আর্থিক ও ঋণ সুবিধা না পাওয়ায় তাদের সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিষয় সমূহ তুলে ধরে সমাধানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স যৌথ ভাবে কাজ করবে এবং সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য পর্যায়ক্রমিক নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাবে।
৪.	গবেষণা ও ইনোভেশন: বর্তমানে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি আবিষ্কার হচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষির উপযুক্ত বিকাশের জন্য কৃষি যান্ত্রিকিকরনের মাধ্যমে কিভাবে আমাদের কৃষি খাতকে টেকসই ভাবে এগিয়ে নেয়া যায় এ	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স একত্রে বসে প্রয়োজনে এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জনিয়ে বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন পদ্ধতি ও পাইলটিং পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে।	সরকার/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় R&D এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখবে। বরাদ্দ সক্ষমতা ও উপযোগীতার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবিস্কৃত প্রযুক্তি, পদ্ধতি প্রাইভেট সেক্টর পাইলটিং করে

	লক্ষকে সমনে রেখে প্রয়োজনীয় গবেষণা করা, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল মাঠপর্যায়ে প্রয়োগের উপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ এর জন্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রাইভেট সেক্টরকে এক সাথে সমন্বিত ভাবে কাজ করার পদ্ধতি বের করা।		বাজারজাত করণের উদ্যোগ নিবে এবং একটি সমন্বিত সাপ্লাই চেইন গড়ে তুলবে।
৫.	টেস্টিং ও সার্টিফিকেশন: কম্পোনেন্ট Testing, কোয়ালিটি Measurement, সার্টিফিকেশন এবং আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জনে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা। এক্ষেত্রে এশিয়া ও আশিয়ান স্ট্যান্ডার্ড বিবেচনায় নেওয়া যায়।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স ও প্রাইভেট সেক্টর টাস্কফোর্স এ বিষয় সমূহ যাচাই করে চিহ্নিত করবে।	BSTI ও BITAC এর বর্তমান সক্ষমতা ব্যবহারের নতুন নতুন কি ধরনের পরিবর্তন দরকার তা চিহ্নিত করা এবং সেভাবে আধুনিকায়ন করা। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (জাপান-জার্মানির) সহায়তায় Testing Standard যাচাই ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্বীকৃত সার্টিফিকেট মান অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ। দুই পক্ষ মিলে সরকারের অর্থবিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ইত্যাদির সাথে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নিবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারের পক্ষ থেকে বিগ পুশ দরকার হবে।
৬.	FDI আকর্শন: কৃষি যান্ত্রিকিকরণ বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন চাহিদাও এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি পরিস্কার ভাবে তুলে ধরা।	কৃষি মন্ত্রণালয়, BIDA এবং শিল্প মন্ত্রণালয় যৌথ ভাবে সরকারি ও বেসরকারি টাস্কফোর্সকে দিয়ে বসে কৃষি যান্ত্রিকিরণে FDI আকর্ষণের সকল স্থানীয় বাধা সমূহ দূর করার উদ্যোগ নিবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তৈরী করবে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারের অন্যান্য দপ্তর সমূহকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিবে এবং অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাবে।
৭.	গ্লোবাল বেস্ট প্রাকটিস কাজে লাগানো: এগ্রো মেশিনারি ইন্ডাস্ট্রির গ্লোবাল বেস্ট প্রাকটিসেস সমূহ বাংলাদেশে প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ। বাংলাদেশের বর্তমান বিবেচনা হল দিন দিন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং তরুন প্রজন্ম ট্রাডিশনাল কৃষি কাজ করতে আগ্রহী হচ্ছে না। আবার কৃষি শ্রমিকদের বয়সও বেড়ে যাচ্ছে।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স বাংলাদেশের কৃষি নিয়ে কাজ করে কৃষি গবেষক, কৃষি যান্ত্রিকিকরণ বিশেষজ্ঞ ও কৃষি অর্থনীতিবিদদের সাথে আলোচনা করে বাংলাদেশে কৃষি যন্ত্রিকিকরনের জন্য কি ধরনের মেশিন দরকার এবং এগুলো কিভাবে স্থানীয় ভাবে উৎপাদন করা যায় এবং এর জন্য ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ বা খুচরা যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারীদের কিভাবে সহায়তা করা যায় তা নির্ধারন করবে। এ ক্ষেত্রে গ্লোবাল বেস্ট প্রাকটিসেস সমূহ যাচাই করে বাংলাদেশের জন্য করণীয় নির্ধারণ করবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স এ বিষয়ে একটি বাস্তবভিত্তিক নিরপেক্ষ ও ন্যায়ানুগ কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করে প্রয়োজনে মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন নিয়ে এটিকে কৃষি যান্ত্রিকিকরণ মডেল হিসাবে বাস্তবায়নের জন্য ফেস ভিত্তিক (২০২৮ সাল, ২০৩০ সাল, ২০৩৫ সাল) নির্ধারণ করবে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে।

৮.	এগ্রো মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রির জন্য ক্লাস্টারিং করে কমন সুবিধা CFC তৈরী।	এগ্রো মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাষ্ট্রি ও এগ্রো পার্টস/কম্পোনেন্টস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে সকলের জন্য প্রয়োজনীয় ও দামি যন্ত্রপাতি সরকারি ভাবে দিয়ে CFC স্থাপন করা সম্ভব নয় তাই একই যায়গায় সকল ব্যবসা করতে পারে এমন সুবিধা তৈরী করা প্রয়োজন।	কৃষি মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয় একত্রে মিলে এর জন্য অর্থ বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিয়ে BITAC এর মাধ্যমে CFC তৈরী করে দিতে পারে যার সুবিধা ছোট-মাঝারি প্রতিষ্ঠান সমূহ ভাড়ার ভিত্তিতে পেতে পারে।
৯.	দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপকের অভাব দূর করা: উপযুক্ত দক্ষ কর্মী প্রাপ্তির জন্য দক্ষ কর্মী তৈরীর পাইপ লাইন তৈরী।	দুইটি সরকারি পলিটেকনিক ও ৩/৪টি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ এর কারিকুলাম পরিবর্তন করে প্রয়োজনে উপযুক্ত বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU করা।	শিল্প মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড NSDA ও প্রাইভেট সেক্টর টাস্কফোর্স এ কাজ বাস্তবায়নে যৌথ ভাবে কাজ করবে। প্রয়োজনে উপযুক্ত বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিবে।

এগ্রিকালচার মেশিনারী ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের উন্নয়নের জন্য এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক এমন বিষয় সমূহ নিম্নরুপ:

i. জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এ উল্লিখিত অগ্রাধিকার খাত হিসাবে কৃষিযন্ত্র ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাত যে সকল সুবিধা পাওয়ার কথা এ সকল সুবিধা সমূহ নিশ্চিত করার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।

ii. কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী খাতে আর্থিক সহায়তা পাওয়া নিশ্চিত করা জরুরী। স্বল্প সুদে ও ঝামেলামুক্ত ভাবে ঋণ প্রাপ্তির জন্য সমস্যা সমূহ সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

iii. কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন সেক্টরের জন্য আর্থিক কাঠামো (কর ও ভর্তুকি) এবং শুল্ক কাঠামো দেশীয় কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন সেক্টরের বিকাশের উপযুক্ত করে নির্ধারনের উদ্যোগ গ্রহণ।

iv. কৃষি যন্ত্রপাতির উৎপাদনের জন্য পার্টস ও কম্পোনেন্টের উপযুক্ত মান নির্ধারন সহজলভ্য করা এবং আন্তর্জাতিক সিকৃত সার্টিফিকেটি গ্রহণের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।

প্রতিবেদনে উল্লিখিত সেক্টরভিত্তিক সুপারিশ সমূহের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন কৌশলঃ

গ। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর

ক্র.নং	কি কাজ	কে করবে	কিভাবে করবে
	(১)	(২)	(৩)
১.	পলিসি পর্যালোচনা: হালকা প্রকৌশল (Light Engineering) শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২২ পর্যালোচনা করে বাস্তবায়নযোগ্য বিষয় সমূহ চিহ্নিত করা এবং বাস্তবায়ন কেন বিলম্ব হচ্ছে তা চিহ্নিত করা এবং পলিসির সাথে আরও কি বিষয় যুক্ত করা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স এসোসিয়েশন ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য সহায়ক এসোসিয়েশনকে নিয়ে বিসিআই এর নেতৃত্বে গঠিত প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স বিষয়টি পর্যালোচনা করে গ্যাপ সমূহ এবং করণীয় নির্ধারণ করবে। এ কাজে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর সমূহ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সহায়তা নেওয়া হবে। সমস্যাসমূহের ক্রম অনুযায়ী অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করা হবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স এ কাজ করতে যৌথ ভাবে কাজ করবে এবং বিষয় সমূহ সুনির্দিষ্ট করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে টাস্কফোর্স এর সদস্যগন যৌথ ভাবে বিভিন্ন দপ্তরে যাবে। বিদ্যমান পলিসি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা ও প্রয়োজনে নতুন পলিসি তৈরী করবে।
২.	শিল্প পার্ক স্থাপন: ইন্ডাষ্ট্রি/সেক্টর ভিত্তিক ক্লাস্টারিং/ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প পার্ক স্থাপন।	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মালিকগন মূলত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ কারখানা স্থাপন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অপর দিকে সেক্টর ভিত্তিক সকল সুবিধা তৈরী করে সরকারের তরফ থেকে ক্লাস্টারিং বা শিল্প পার্ক স্থাপন করে ভাড়ায় উদ্যোক্তাগনকে চালাতে দিলে উদ্যোক্তাগন ও সেক্টর লাভবান হবে। একটি সম্ভাবনাময় খাত পরিকল্পিত বিকাশের সুযোগ লাভ করবে।	শিল্প মন্ত্রণালয় এবং BIDA যৌথ ভাবে কাজ করতে পারে। বর্তমানে বিদ্যমান লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার সমূহকে অবকাঠামো, প্রযুক্তি, দক্ষতা সুবিধা দিয়ে তাদের আধুনিক করা যায় এবং পাইলটিং ভাবে ২/৩ টি বিশেষ শিল্পের জন্য অটোমোবাইল, এগ্রোমেশিনারি, ইলেকট্রিক্যাল শিল্প পার্ক স্থাপন করা যায়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্লাস্টারিং ও শিল্প পার্ক স্থাপনের সুপারিশ তৈরী করবে।
৩.	আর্থিক ও ঋণ সুবিধা: সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এবং এলসি মার্জিন সুবিধা প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স এ বিষয় সমূহ সুনির্দিষ্ট করে কোনটি বাংলাদেশ ব্যাংক, কোনটি অর্থ বিভাগের সহায়তা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিচালক SME SPD, BAB এর সাথে আলোচনা করে অর্থায়ন সহজ ও কার্যকর করার উদ্যোগ নিবে।
৪.	দক্ষ জনবল তৈরী: দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণের জন্য দক্ষ জনবল তৈরীর পাইপ লাইন সৃষ্টি।	শিল্প মন্ত্রণালয় এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ যৌথ ভাবে এ সেক্টরের জন্য ২/৩ টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও ৪/৫ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্বাচন করে তাদের জন্য নতুনভাবে কারিকুলাম তৈরী করবে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনবে এবং এখান থেকে বের হলে প্রাইভেট সেক্টর প্রতিষ্ঠান সমূহে তাদের চাকরির	শিল্প মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কজটি করবে। তবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি টাস্কফোর্স কাজটি আদায় করার উদ্যোগ নিতে হবে এবং কাজের জন্য সরকারের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে প্রয়োজনীয় ফান্ড সরবরাহ করতে হবে।

		নিশ্চয়তা পাবে। প্রাইভেট সেক্টর টাস্কফোর্স বিভিন্ন ধরণের কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনবলের পর্যায়ক্রমিক চাহিদা নির্ণয় করবে।	
৫.	টেস্টিং ও সার্টিফিকেশন: সঠিক মানের পণ্য তৈরী, ল্যাব টেস্ট ও সার্টিফিকেশন এবং সার্টিফিকেশনের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কতৃক স্বীকৃতি। কারন বাংলাদেশে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের ১৬ বিলিয়ন ডলারের অর্ধেক মাত্র উৎপন্ন হয় এবং বিশ্বে এ সেক্টরের ৮ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজার রয়েছে। এক্ষেত্রে এশিয়া ও আশিয়ান স্ট্যান্ডার্ড বিবেচনায় নেওয়া যায়।	BSTI ও BITAC শক্তিশালি করে এবং ইন্ডিয়া, জাপান, জার্মানির সহায়তায় মান নির্ধারন ও Testing এর Facility তৈরী করা যায়, যার ফলে বাংলাদেশে তৈরী পণ্য আন্তর্জাতিক মানের সনদ লাভ করতে পারবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়, BIDA, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, NSDA এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে সরকারি ও বেসরকারি টাস্কফোর্স অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা তৈরী করতে পারে এবং দ্রুত এ কাজ সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।
৬.	স্থানীয় বাজার সৃষ্টির জন্য সাব-কন্ট্রাক্টিং বিধিমালা, ১৯৮৯ কার্যকর করণ ।	সাব-কন্ট্রাক্টিং বিধিমালা, ১৯৮৯ এর ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি নির্দিষ্ট পরিমান পণ্য সরাসরি দেশিয় প্রতিষ্ঠান থেকে কিনতে হতো। কিন্তু পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠান তা মেনে চলছে না।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং IMED এর সহায়তায় পিপিআর-২০০৮ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে সাব-কন্ট্রাক্টিং বিধিমালা, ১৯৮৯ কার্যকর করতে হবে। সরকারি ও প্রাইভেট সেক্টরের টাস্কফোর্স প্রতিনিয়ত এ কার্যক্রম মনিটরিং করবে।
৭.	গবেষণা ও ইনোভেশন: আধুনিক প্রযুক্তি ও নতুন যন্ত্রপাতির উপযোগি OME মানের পার্টস ও কম্পোনেন্ট বানানোর জন্য R&D এবং ইনোভেশন কার্যক্রম পরিচালনা করা।	সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রাইভেট সেক্টর সরকারি ও প্রাইভেট সেক্টর টাস্কফোর্স একামেডিশিয়ান ও বিশেষজ্ঞদের সাথে বসে কি করতে হবে, কিভাবে করবে এর জন্য কি পরিমান অর্থায়ন দরকার এবং পাইলটিং ও বাজারজাত কিভাবে হতে তা নির্ধারন করবে।	গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণা করে পণ্য/সেবা তৈরী করবে। প্রাইভেট সেক্টর এর পাইলটিং করে মান ও পদ্ধতি ঠিক করবে ও বাজারজাত উপযোগী করবে। সরকারি টাস্কফোর্স ও প্রাইভেট সেক্টর টাস্কফোর্স এ কাজে প্রয়োজনীয় ধারাবাহিক কাজ করবে। সরকারের তরফ থেকে অর্থাৎ শিল্প মন্ত্রণালয় গবেষণা ও ইনোভেশনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ রাখবে। বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট সেক্টর প্রতিষ্ঠান ও শিল্প মন্ত্রণালয় ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন করবে।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়নের জন্য এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক এমন বিষয় সমূহ নিম্নরুপ:

i. **পুঁজি ও প্রযুক্তি:** রপ্তানিযোগ্য বা আমদানী বিকল্প লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য উৎপাদন করতে হলে বর্তমান দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিবর্তে উন্নত প্রযুক্তির বিকল্প নেই। আর এই প্রযুক্তি সারাবিশ্বে আজ উন্মুক্ত। প্রয়োজনঃ স্বল্প সুধে দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প ঋণের সুযোগ। এই ঋণ ব্যাংকের প্রচলিত ঋণ ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। এ'ক্ষেত্রে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য অন্ততঃ এক হাজার কোটি টাকার একটি ডেডিকেটেড ফান্ড দরকার। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসির কৌশলগত লক্ষ্য ৪.১০.৪ এর মাধ্যমে উল্লেখ রয়েছে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ে পলিসি বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ঋণ তহবিলের প্রস্তাবটি সুপারিশ আকারে ইআরডিতে অপেক্ষমান রয়েছে। প্রযুক্তি হস্তান্তর বা লাগসই প্রযুক্তি আমদানী পূর্বক শিল্প স্থাপন করা ব্যতিত বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন যেহেতু সম্ভপর নয় তাই প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ঋণ সুবিধার বিষয়টি পরস্পরের সহিত জড়িত।

ii. **শিল্প পার্ক:** বর্তমান বিশ্বে কমপ্লায়েন্স পরিবেশে শিল্প ব্যতিত পণ্য রপ্তানি সম্ভপর নয়। আমাদের দেশে বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্তভাবে শিল্প ক্লাস্টার গড়ে ওঠার ফলে পরিবেশ বা কমপ্লায়েন্স এর শর্ত পূরণ করে শিল্প স্থাপন যথেষ্ট ব্যয় সাধ্য। তাই ২০০৬ সালে বিসিকের সাথে মুন্সিগঞ্জ জেলাস্থ বেতকায় একটি শিল্পপার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করা হয়। ২০২১ সন থেকে শিল্পপার্কটি তৈরি সম্পন্ন করে অবিক্রিত অবস্থায় পরে আছে। আমরা বাজার থেকে অধিক মূল্য হওয়ায় বেতকায় নির্মিত শিল্প প্লটের বরদ্দ নিতে পারছি না। উল্লেখ্য, আমরা বাহিরে বিক্রির জন্য অনাপত্তিপত্র দিলেও এখনও ক্রেতার অভাবে বিসিক বিক্রয় করতে পারছে না। আমরা উক্ত শিল্পপার্কটিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল শেড করে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভাড়ার ভিত্তিতে বরাদ্দ করার সুপারিশ করছি। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প খাত এ ক্ষেত্রে উপকৃত হবে।

iii. **নীতি সহায়তা:** যে সমস্ত পণ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে কাচাঁমাল আমদানি করা হয়, সে' সকল আমদানীকৃত কাঁচামালের আমদানী শুল্ক ও মূসকসহ সর্ব-সাকুল্যে শতকরা ৫০% এর অধিক শুল্ককর দিতে হয়। অবশ্য সে'সব কাচাঁমাল দিয়ে তৈরিপণ্য আমদানী পর্যায়ে শুধুমাত্র ১% শুল্ককর ধার্য রয়েছে, যা দেশীয় শিল্পের জন্য কাঙ্খিত নয়।

iv. **আয়কর:** লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ব্লান্ডার (মিক্সার গ্রাইন্ডার, রাইস কুকার, কেতলী ও ইন্ডাকশন কুকার) এর উপর আমদানি ও স্থানীয় বাজারের ক্রয়কৃত উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশের উপর অগ্রীম আয়কর এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১০ বছরের জন্য আয়কর অব্যাহতি রয়েছে। তাদেরকে বিধি অনুযায়ী লিমিটেড কোম্পানি হতে হয়। কিন্তু ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই সুবিধা না থাকার ফলে একই ব্যবসায় সুযোগ সুবিধা প্রদানে বৈষম্য বিরাজমান, যা' শিল্প উন্নয়নে কাঙ্খিত নয় । অতএব, ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানকেও লিমিটেড কোম্পানির মতো ১০ বছরের করমুক্ত সুবিধায় অন্তর্ভূক্তি প্রয়োজন।

বিস্তারিত প্রতিবেদন

১। ভূমিকাঃ বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাষ্ট্রিজ (বিসিআই) বেসরকারি ও সরকারি উভয় খাতের সর্বপ্রকার শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী একক এবং একমাত্র জাতীয় চেম্বার। বিসিআই নতুন উদ্যোক্তাসৃষ্টি এবং মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। বিসিআই এর পরিচালনা পর্ষদ (২০২৫-২৭) এ লক্ষকে সামনে রেখে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিজ ও সিএমএসই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি নামে দুইটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করে এবং বিসিআই এর অধীন BCI Centre for MSME Development নামে একটি পৃথক প্লাটফরম তৈরী করা হয়। এ দুটি স্ট্যান্ডিং কমিটি ও MSME Development প্লাটফরম এর মাধ্যমে বিসিআই মাইক্রো ও স্মল এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উদ্যোক্তাদের নিয়ে সভা, ওয়ার্কসপ, ডায়ালগ ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে আয়োজন করে আসছে।

বিসিআই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিজ স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব হাফিজুর রহমান খান ৭ মে, ২০২৫ তারিখ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় এ সেক্টের সমূহের জন্য দৃশ্যমান কিছু করার প্রত্যায় ব্যক্ত করে ছোট আকারে হলেও একটি মেলা আয়োজন করে খাত সমূহের সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাদের একত্রিত করে পরস্পরের সমস্যাসমূহ জানার এবং একে-অপরের সহযোগী হওয়ার পথকে সুগম করার আগ্রহ ও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বিসিআই সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদ এ প্রস্তাবে সাদর সম্মতি ও সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এটি বাস্তবায়নের জন্য জনাব হাফিজুর রহমান খানকে আহবায়ক ও সেক্রেটারি জেনারেল, বিসিআই-কে সদস্য সচিব করে একটি মেলা বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। মেলা বাস্তবায়ন কমিটি প্রথমিকভাবে অটোমোবাইল ও এগ্রোমেশিনারি সেক্টরের এবং এর সাথে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসাবে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরকে যুক্ত করে মেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মেলার শিরোনাম দেয়া হয় "Automobiles and Agro-machinery Fair, 2025 - Road to made in Bangladesh"। ২০-২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত মেলায় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের – ১৪ টি, এগ্রোমেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের – ৭ টি, অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের – ৫টি ও অন্যান্য (ব্যাংক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি) – ১১ টি সহ মেলায় ৩৭ টি স্টল তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করেছে।

মেলা উপলক্ষে "অটোমোবাইলস ও এগ্রো-মেশিনারীজ সেক্টরের বিকাশ ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শক্তিশালীকরণ: সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়" এবং "Global best practices of Automobiles and Agro-machinery industries and how Bangladesh could utilize its potentials" শিরোনামে যথাক্রমে মেলার উদ্বোধনী ও সমাপনী দিনে দুইট সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে Key-note উপস্থাপক এবং Panel আলোচকগন এ সেক্টর সমূহের অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় শিল্প উপদেষ্টা জনাব আদিলুর রহমান খান এবং মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় বাণিজ্য উপদেষ্টা জনাব শেখ বশিরউদ্দীন ও সম্মানিত অতিথি (Guest

of Honor) হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। মেলার উভয় দিন প্রধান অতিথি মহোদয়গন মেলার স্টলসমূহ পরিদর্শন করেছেন এবং উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। মেলার বিশেষ অতিথি এবং আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এ সেক্টর সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বে-সরকারি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তারা প্রায় সবাই উপস্থিত হয়ে তাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন। মেলা উপলক্ষে "*আমার পণ্য আমার দেশ*" শিরোনামে একটি স্মরনিকা প্রকাশিত হয়েছে যেখানে প্রধান অতিথিগন, বিসিআই সভাপতি, মেলা বাস্তবায়ন কমিটিরি আহবায়ক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন এবং তিনটি সেক্টরের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৮ জনের লেখা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। যেখান থেকে এ সেক্টর সমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

মেলা উপলক্ষে BCI Centre for MSME Development অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রশিল্প (উৎপাদন ও সার্ভিস খাত) এর চ্যালেঞ্জ ও চাহিদা (অটোমোবাইল, এগ্রোমেশিনারি ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং) একটি পাইলট সার্ভে পরিচালনা করেছে। সেখান থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন পরামর্শ ও সমস্যাসমূহ এ প্রতিবেদন লেখার কাজে সহায়ক হয়েছে। গত ২৭-০৯-২০২৫ তারিখে BCI Centre for MSME Development এর Core working Group এর সদস্যবর্গ সেমিনারের Key-note ও সার্ভে ফরম এর তথ্য সমূহ পর্যালোচনা করেছেন। সভায় CPD থেকে Agricultural Mechanisation নিয়ে গবেষণা করা প্রোগ্রাম এসোসিয়েট জনাব আবরার আহমেদ ভূঁইয়া বিশেষ আমন্ত্রনে উপস্থিত ছিলেন এবং গবেষণায় কিছু সুপারিশ আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন। খসড়া প্রতিবেদন নিয়ে মেলা বাস্তবায়ন কমিটি ২টি সভা করে এবং খসড়া প্রতিবেদন বিসিআই এর বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়। মেলা বাস্তবায়ন কমিটি এবং বিসিআই এর বোর্ড সভার সুপারিশ/পরামর্শ সংযোজন করে প্রতিবেদনটি সংশোধন পুর্বক চূড়ান্ত করা হয়।

২। অটোমেবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর, এগ্রোমেশিনারী ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর এবং এ দুটো সেক্টরের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসাবে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের সম্ভাবনা ও সমস্যাসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

২.১ অটোমেবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর

ক। বাংলাদেশের অটোমেবাইল ইন্ডাস্ট্রি দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রসার, কর্মসংস্থান, এক্সপোর্ট ডাইভারশিফিকেশনের জন্য অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের যাত্রী পরিবহন, মালামাল পরিবহন ও বর্তমান কৃষি সামগ্রী পরিবহনে ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের অটোমেবাইল শিল্প এখনো শ্লথ গতিতে এগোচ্ছে। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ী অধিকাংশই জাপানি রিকন্ডিশন গাড়ি। মটর সাইকেল উৎপাদন/এসেম্বলিং এ বাংলাদেশ এখন সয়ংসম্পূর্ণ। কিছু রপ্তানিও হচ্ছে। মটর সাইকেল ইন্ডাস্ট্রি ডেভলপমেন্ট পলিসি ২০১৮ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। স্থানীয় গাড়ি উৎপাদন/সংযোজন শিল্প প্রাথমিক স্টেজে রয়েছে। বর্তমানে কিছু কিছু কোম্পানি SKD ও CKD মডেল অনুসরণ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি ব্যান্ডের গাড়ি সংযোজন শুরু করেছে। সে ক্ষেত্রে অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান গ্লোবাল অটোমোবাইল শিল্প ইলেকট্রিক ভেহিকেল ও সাপ্লাই চেইন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে উদীয়মান অর্থনীতির জন্য অনেক নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের বৃহত্তর স্থানীয় বাজার, ক্রমবর্ধমান ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা ও কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এ সুযোগ গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। অটোমোবাইল শিল্পের গ্লোবাল বেস্ট প্রাকটিস পর্যালোচনা করলেই আমরা দেখতে পাইঃ

ইন্ডিয়া- স্থানীয় বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য স্থানীয় উৎপাদন লাইন শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে। মেড ইন ইন্ডিয়া, আত্মনির্ভর ভারত ইত্যাদি ব্রান্ড প্রমোট করে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের নানাবিধ ফিসকাল সুবিধা ও ভর্তুকি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

থাইল্যান্ড- স্থানীয় বাজারের সাথে সাথে রপ্তানিতে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি ব্র্যান্ডের গাড়ি উৎপাদন ও রপ্তানি করে একটি স্থিতিশীল ও ক্রমবর্ধমান অটোমোবাইল সেক্টর গড়ে তুলেছে।

ভিয়েতনাম- VINFAST নামে ব্যান্ড তৈরি করে স্থানীয় চাহিদা পূরণের উদ্যোগ নিয়েছে এবং সকল ধরনের সাপোর্টের মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি সহযোগিতায় এ সেক্টর এগিয়ে যাচ্ছে।

মরক্কো- FDI আকর্ষণ করে যৌথ বিনিয়োগে উৎপাদন করে ইউরোপের বাজারে এক্সপোর্ট করছে এর জন্য তারা বিনিয়োগকারীদের জন্য সহায়ক সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে।

মেক্সিকো- আঞ্চলিক অর্থনৈতিক চুক্তির সুবিধা কাজে লাগে অটোমোবাইল উৎপাদন ও আঞ্চলিক বাজারে সরবরাহের উদ্যোগ নিয়ে সফল হয়েছে।

গ্লোবাল বেস্ট প্র্যাকটিস লক্ষ্য করলে আমরা আরও দেখতে পাই জাপান ও জার্মানি গাড়ির প্রয়োজনীয় পার্টস ও কম্পেনেন্টস উৎপাদনে বিশ্বমানের কোয়ালিটি নিশ্চিত করে উৎপাদনের দিকে গিয়েছে এবং এর একটি শক্তিশালী সাপ্লাইচেইন গড়ে তুলেছে যা তাদের অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

খ। অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে বাস্তবিক পক্ষে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। কারণ সমূহ নিম্নরূপঃ

i. আমাদের স্থানীয় বাজারে চাহিদা কম কারণ আমাদের আয় কম এবং ঐতিহাসিক ভাবে গাড়ি আমদানির উপর উচ্চ শুল্ক হার।

ii. অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি এখনো শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়ায় নাই এবং আমাদের সমন্বিত অটোমোবাইল সাপ্লাই চেইনের অভাব রয়েছে। অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসি ২০২১ সংযোজন শিল্পে বেশ কিছু বিনিয়োগ হয়েছে কিন্তু স্থানীয়ভাবে অটোমোবাইল কম্পনেন্ট সাপ্লাই সক্ষমতা গড়ে ওঠে নাই। তাই অধিকাংশ কম্পোনেন্ট আমদানি করতে হয় এবং এর জন্য অর্থ ও সময় বেশি লাগে এবং স্থানীয় বাজার ছোট হওয়ায় economy of scale হচ্ছে না বিধায় বিনিয়োগ কম হচ্ছে।

iii. লজিস্টিক ও অবকাঠামগত দুর্বলতাঃ বাংলাদেশে পোর্ট সুবিধা, স্থানীয় সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস এবং উপযুক্ত জমির প্রাপ্যতা এ সেক্টরের এর বৃহৎ বিনিয়োগের বাধা হিসেবে চলে আসছে। বর্তমানে মিরসরাই SEZ এ সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

iv. প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও উপযুক্ত মানবসম্পদঃ অটোমোবাইল সেক্টরে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোকের দরকার (ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক, অপারেটর, টেকনিশিয়ান এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল স্পেশালিস্ট)। কিন্তু বর্তমানে পর্যাপ্ত সংখ্যক এ ধরনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ লোকের অভাব রয়েছে এবং দক্ষ জিনবল প্রাপ্তির পাইপ-লাইন গড়ে ওঠেনি।

v. পলিসি ও রেগুলেটরি পরিবেশঃ বাংলাদেশ পলিসি সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়। কিন্তু এর বাস্তবায়ন পর্যায়ে সুপারভিশন ও সমন্বয়হীনতা প্রকট আকারে দেখা দেয়। যার ফলে উদ্যোক্তারা পলিসি থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায় না। আমাদের স্থানীয় শিল্প সংরক্ষণ ও রপ্তানি সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত সমন্বিত নীতি বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা ও পলিসির সঠিক বাস্তবায়ন দরকার।

গ। বাংলাদেশে অটোমোবাইল ইন্ড্রাস্ট্রির বিকাশের জন্য কৌশলগত ও নীতিগতভাবে নিম্নুক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

i. **স্থানীয় সরবরাহকারী উন্নয়ন প্রোগ্রামঃ** স্থানীয় পার্টস ও কম্পনেন্ট উৎপাদনকারী চিহ্নিত করে তাদের up-grade করে সার্টিফিকেশন এর ব্যবস্থা করা। ইন্ডিয়া ও জাপানের সাথে যৌথ পার্টনারশিপের মাধ্যমে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। অটোমোবাইল পার্টস/কম্পনেন্ট উৎপাদনকারী অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের SME সহায়ক অর্থায়ন নিশ্চিত করে তাদের পণ্যের ISO সার্টিফিকেট পেতে

সহায়তা করা। এবং স্থানীয় সংযোজন শিল্প মালিকদের জন্য স্থানীয় উৎপাদন কারকদের পণ্য ব্যবহারের একটি টার্গেট ফিক্সড করে দেওয়া ২০% ২০২৬ সালের মধ্যে, ৩০% ২০২৮ সালের মধ্যে। যারা এ টার্গেট পূরণ করে তাদের জন্য কর সুবিধা ও অন্যান্য ইনসেন্টিভ দেয়া।

ii. **অর্থায়ন ও বিনিয়োগে প্রণোদনা প্রদান:** নতুন সেক্টরে বিনিয়োগের ঝুঁকি কমানোর জন্য ট্যাক্স হলিডে (১০ বছর), স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান এবং সহজ শর্তে এসেম্বলি প্ল্যান্টের জন্য জমি প্রদান। সাপ্লায়ার Financing এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন "অটো পার্টস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড" নামে অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি এবং পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের SME SPD ফান্ড ব্যবহারের সুযোগ দানের মাধ্যমে credit guarantee প্রদান এবং সহজ শর্তে ক্ষুদ্র পার্টস উৎপাদনকারী পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান। দক্ষ মার্কেটিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশ্বের ব্যবহার উপযোগী OEM তৈরীর জন্য FDI আনার চেষ্টা করা এক্ষেত্রে জাপান অথবা চায়নার অটোমেকারদের একজনকে বাংলাদেশে প্লান্ট স্থাপনের সুযোগ করে দেয়া যা এ সেক্টরের একটি প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হবে। বর্তমানে মোটরসাইকেল রপ্তানি প্রণোদনা আরো সহজ ও আকর্ষণীয় করার উদ্যোগ গ্রহণ।

iii. **দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষা :** অটোমোবাইল সেক্টর এর জন্য কর্মী তৈরি একটি পাইপলাইন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কারিগরি শিক্ষার কারিকুলাম কে অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকাট্রনিক্স এবং দক্ষ মেশিনিস্ট তৈরির উপযুক্ত করে তৈরি করতে হবে। স্বনামধন্য OEM প্রতিষ্ঠানের সাথে কোলাবরেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ শেষে কাজের সুযোগের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। সরকার এ ক্ষেত্রে ফিসকাল সাপোর্ট দিবে এবং বিনিয়োগকারী কর্মী প্রশিক্ষণের জন্য বিনিয়োগ করবে। আমাদের ডায়াসপোরা যারা এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও আগ্রহী তাদের যথাযথ সুবিধা দিয়ে নিয়ে এসে একটি অটোহাব তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে ইন্ডিয়া, কোরিয়া ও জাপান থেকে তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য দক্ষ প্রশিক্ষণ এনে কয়েক হাজার certified দক্ষ টেকনিশিয়ান তৈরি করা (ওয়েল্ডিং, সিএনসি, পেইন্ট, ইভি ব্যাটারি রক্ষণাবেক্ষণ) যা বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি করবে।

iv. **Quality standard and regulatory support:** "Made in Bangladesh" ভেইকেল/পার্টস বিশ্ববাজারে গ্রহণযোগ্যতার জন্য standard, testing and safety নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। BSTI/BITAC এর সক্ষমতা বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক UNCEF ভেইকেল standard এবং ISO/IATF 16949 নিশ্চিত করে মানসম্পন্ন অটো পার্টস উৎপন্ন করতে হবে। আমাদের টেস্টিং ল্যাবরেটরির জন্য বিনিয়োগ বাড়িয়ে রপ্তানি জন্য উপযুক্ত সার্টিফিকেট অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি আমাদের পরিবেশ দূষণ বিষয়ক মাত্রা সঠিক রেখে গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্যের দিকে খেয়াল রেখে EV চার্জিং স্টেশন নীতিমালা তৈরি করতে হবে। আমাদের দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্ত:আঞ্চলিক সম্ভাবনা গুলোকে কাজে লাগিয়ে রপ্তানির বাজার তৈরীর উদ্যোগ নিতে হবে।

v. **Policy consistency and institutional coordination's:** আমাদের শিল্পনীতি, অটোমোবাইল নীতি, মোটরসাইকেল নীতি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং নীতি, আমদানি ও রপ্তানি নীতি ইত্যাদি যেন সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৈরি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকারি ও প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে যোগাযোগের ও সমন্বয়ের জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম তৈরি ও কার্যকর করতে হবে। যেমন- অটোমোবাইল ও লাইটিং ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সরকারি সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের ভূমিকা ও করণীয়কে সমন্বয় করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় সমন্বয়েকের ভূমিকা পালন করতে পারে যার সাথে সহযোগী হিসাবে কাজ করবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রাজস্ব বোর্ড, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রযোজ্য দপ্তর সমূহ। অপরদিকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারে তার সাথে অটোমোবাইল ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন সমূহ একসাথে কাজ করবে। প্রাইভেট সেক্টর শিল্প বিকাশে করণীয়, সমস্যা চিহ্নিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর সমূহকে জানাবে এবং প্রয়োজন অনুসারে প্রাইভেট সেক্টর ও সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর একসাথে বসে ন্যায়-নীতি ও নিরপেক্ষতার সহিত সেক্টর তথা দেশের উন্নয়নে কাজ করবে।

vi. **ডেডিকেটেড অটো ক্লাস্টার ও স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্থাপন:** চট্টগ্রাম বন্দর বা ঢাকার আশেপাশে সকল অবকাঠামো ও লজিস্টিক সুবিধা দিয়ে অটোমোবাইল শিল্পের জন্য স্পেশাল ইকোনমিক জোন স্থাপন। ইনভেস্টারদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর সুবিধা (১০ বছর) এবং একই জায়গা থেকে সকল ক্লিয়ারেন্স গ্রহণের সুবিধা প্রদান। OEM এসেম্বলি প্লান্টের ক্লাস্টারিং তৈরি করা যায় ফলে প্রধান সাপ্লাইয়াররা প্রয়োজনীয় সুবিধা শেয়ারের মাধ্যমে খরচ কমিয়ে দক্ষ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। যা বর্তমানে থাইল্যান্ডের ইস্টার্ন ইকোনমিক জোন ও মরক্কোতে ফ্রি জোন রয়েছে। বাংলাদেশের SEZ মিরসরাই একটি অটোক্লাস্টার জোন করা যেতে পারে যেখানে vendor park, testing lab ও testing centre একই জায়গায় থাকবে।

vii. **টু হুইলার ও EV কম্পনেন্ট উৎপাদনকারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান:** বাংলাদেশের এখনই বাস্তবায়নের মত সক্ষমতার ক্ষেত্রে অধিকর গুরুত্ব দেয়া। বাংলাদেশের মোটরসাইকেল সংযোজন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য দেখিয়েছে। তাদের মোটরসাইকেলের সকল কম্পনেন্টস ইঞ্জিনসহ দেশে উৎপাদনের সুযোগ ও সহায়ক সুবিধা প্রদান করা। ইন্ডিয়া ও চায়না কিভাবে টু হুইলার ইকোসিস্টেম গড়ে তুলেছে তা থেকে আমারা শিক্ষা নিতে পারি। পাশাপাশি ইলেকট্রিক ভেহিকেল কম্পনেন্ট (ওয়ারিং, ব্যাটারি, ব্যাটারি কেসিং এবং ইলেক্ট্রনিক এসেম্বলি)। সরকার পাইলট প্রজেক্ট তৈরির মাধ্যমে সহায়তা দিয়ে এক্ষেত্রে উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে।

ঘ। Roadmap & KPIs (3–5 Year Horizon)

বাংলাদেশে অটোমোবাইল সেক্টরের প্রচুর সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য নীতি নির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমাজকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। এর জন্য সবাইকে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে এবং নিরপেক্ষভাবে সেক্টর ও দেশের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিতে হবে। এর জন্য আমাদের সময় ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে যার মাধ্যমে আমরা বর্তমান অবস্থান ধরে রাখতে পারি এবং ভবিষ্যতে অটোমোবাইল সেক্টরের জন্য শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে আমাদের স্থানীয় বাজারে চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করতে পারি।

প্রথম ধাপ (১ বছর) কার্যক্রম শুরু ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ:

i. অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি পলিসি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা তৈরি করা। সরকারের পক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সরকারি দপ্তর সমূহ দিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন এবং প্রাইভেট সেক্টরের পক্ষে বিসিআইয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সকল এসোসিয়েশন সহ একটি টাস্কফোর্স গঠন। প্রাইভেট সেক্টর সমস্যা সমূহ ও চিহ্নিত করবে পলিসি বাস্তবায়নের নির্দেশিকা তৈরি করবে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে পলিসি বাস্তবায়নে সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

ii. একটি পাইলট অটো-ক্লাস্টার চিহ্নিত করে অবকাঠামো ও অন্যান্য utility ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম ধাপের প্রনোদনা (Tax holiday, reduced duty) এবং যারা EV তৈরি করবে তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা দিতে হবে। এই পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ২/৩ টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কে অটোমোবাইল কারিকুলাম রিভাইজ করে প্রস্তুত করতে হবে এবং কারিগরি সহায়তা দানের জন্য জাপান ও জার্মানির সাথে MoU স্বাক্ষর করতে হবে।

মাইলস্টোন: কমপক্ষে একটি আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান গাড়ি অথবা মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের এসেম্বলি লাইন বাংলাদেশে সেটআপ করার জন্য MoU স্বাক্ষর করবে।

ধাপ-২ (২-৩ বছর) উৎপাদক ও সাপ্লায়ার ইকোসিস্টেম দাঁড় করানো:

নির্ধারিত ক্লাস্টার এর মধ্যে এসেম্বলি প্লান্ট এবং সাপ্লাইয়ারদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা তৈরি করা। পাইলট মডেলে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা (স্থানীয় সংযোজিত বাজেট কার এবং সম্প্রসারিত মোটরসাইকেল মডেল)। সাপ্লায়ার উন্নয়ন কার্যক্রম আরম্ভ করা। বিদ্যমান লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মসমূহের সক্ষমতা যাচাই করে চিহ্নিত করা এবং বিদেশি এক্সপার্টদের অন বোর্ড করা যাতে তারা local content এর মানবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ তৃতীয় বছর অ্যাসেম্বলি প্রজেক্ট এ কমপক্ষে ১০% local content ব্যবহার করবে যা local content ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দেয়ার মাধ্যমে করা যায়। একই সাথে একটি component testing center স্থাপন করে আন্তর্জাতিক accreditation গ্রহণ করতে হবে। EV গাড়ির ক্ষেত্রে এবং স্থানীয় অ্যাসেম্বেল গাড়ির ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি কমিয়ে দিতে হবে।

মাইলস্টোনঃ প্রথম "Made in Bangladesh" গাড়ি বাজারে ছাড়া হবে। স্থানীয় পার্টস (ব্যাটারি ও সিট) উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। তিন বছর শেষে কমপক্ষে ১৫ হাজার ভেইকেল (সকল প্রকার) বছরে বাংলাদেশ উৎপন্ন বা এসেম্বলি হবে।

ধাপ-৩ (৪-৫ বছর) স্কেল আপ এবং রপ্তানী শুরুঃ

১ম মডেল বাজার কর্তৃক গ্রহনযোগ্য হয়ে উৎপাদন লাইন সম্প্রসারিত হবে। ৫ বছরের মাথায় multiple OEM operation শুরু হবে, যেমন ইলেকট্রিক টু হুইলার বা ত্রি হুইলার আরবান মোবিলিটি কে টার্গেট করে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থানীয়করণ হবে (যেমন- ইঞ্জিন এসেম্বলি, তথা EV ব্যাটারি ব্যাক এসম্বলি) স্থানীয় ভাবে হবে। local content ৩০-৪০% উন্নীত করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। রপ্তানী শুরু করার জন্য trade fairs বা কুটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশে তৈরী ভেইকেল দক্ষিন এশিয়া, African বা Middle Eastern markets এর জন্য। সম্পূর্ণ দেশে তৈরী গাড়ি (যেমন মটর সাইকেল) অথবা কম্পোনেন্ট। বিক্রয় উত্তর সেবা জোরদার করা হবে এবং সারাদেশে গ্রহকদের সুবিধার জন্য পার্টস নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে।

মাইলস্টোনঃ "Made in Bangladesh" গাড়ির প্রথম রপ্তানী শুরু। ৫ম বছরে GDP ১-২% অটোমোবাইল সেক্টর থেকে আসবে এবং CUB গাড়ি আমদানী ৩০% কমে আসবে।

ঙ। উপরিল্লিখিত কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামো, সফট স্কিল ও পলিসি পর্যায়ে বাংলাদেশের যে গ্যাপ সমূহ রয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে কি ধরনের পলিসি সহায়তা, কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তার একটি সংক্ষিপ্ত আউটলাইন নিম্নে দেয়া হল-

অটোমোবাইল সেক্টরের গ্যাপ/বিদ্যমান সমস্যা	পলিসি সহায়তা	Key Performance Indicator- KPI (২০৩০)
সীমিত স্থানীয় সরবরাহ বেস	সরবরাহকারী আপগ্রেড প্রোগ্রাম, স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার নীতিমালা (local content rules)	অ্যাসেম্বলড শিল্পে ≥৩০% স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার এবং ৫০% অটোপার্টস টিয়ার-১ সাপ্লাইয়ার সার্টিফাইড পণ্যে উন্নীত করা।
ভেইকেল উৎপাদনের পরিমান কম পর্যায়ের	SEZ ক্লাস্টার স্থাপন এবং FDI আকর্ষণ	≥ ২টি প্রধান OEM অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্ট উৎপাদনে যাওয়া এবং বছরে ৩৫,০০০ ইউনিট অ্যাসেম্বল করা।
অটোমোবাইল সেক্টরে লক্ষ জনবলের ও প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব	অটোমোবাইল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন এবং apprenticeships চালু করা	৬,০০০ কর্মীকে প্রশিক্ষন প্রদান ও বছরে ১০০+ অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার তৈরী
অটো পার্টসের অত্যাধিক আমদানি নির্ভরতা	টেরিফ ইনসেনটিভ প্রদান এবং যৌথ উদ্যোগে অটো পার্টস তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ।	অতি গুরুত্বপূর্ণ ৫টি critical কম্পোনেন্ট দেশে তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং Import bill for auto parts flat বা falling পর্যায়ে নিয়ে আশা।
Minimal auto exports (Country of origins rules)	রপ্তানী প্রনোদনা প্রদান ও trade agreement করা	$100 মিলিয়ন অটো সেক্টরের রপ্তানি কমপক্ষে ASEAN ও Africa তে সুযোগ সৃষ্টি।
EV উৎপাদন ও রুপান্তরে ধীরগতি/পিছিয়ে থাকা	EV উৎপাদন প্রণোদনা প্রদান EV চার্জিং অবকাঠামো সম্প্রসারণ	EVs = ১০% নতুন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১-২টি মডেলকে উৎপাদনে নিয়ে আসা।

নোট: প্রস্তাবিত রোড ম্যাপ সরকারি ও প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত বিরতিতে বছরে কমপক্ষে ২ বার পূর্ণ মাত্রায় রিভিউ করা হবে এবং সকল বাধা দূরকরনের সকল ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হলে অটোমোবাইল সেক্টর বিকাশের ভিত্তি দৃঢ়তর হবে।

চ। অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের উন্নয়নের জন্য এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক এমন বিষয় সমূহ নিম্নরুপ:

i. বর্তমান বিদ্যমান নীতি সহায়তা যেমন- মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতি ২০১৮, অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১, হালকা প্রকৌশল (Light Engineering) শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২২, জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ পর্যালোচনা করে নীতিমালা সমূহের অধীন প্রাপ্ত সুবিধা সমূহ কতটুকু পাওয়া যাচ্ছে এবং অন্যান্য যেগুলো পেতে সমস্যা হচ্ছে তা চিহ্নিত করে কার দায়িত্ব তা নিরুপন করে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

ii. অটোমোবাইল পার্টস ও কম্পোনেন্ট উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রনের জন্য Testing ও Certification এর ব্যবস্থা করা। অটোমোবাইল পার্টস ও কম্পেনেন্টস এর মান নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক সীকৃত মান সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য BSTI এর সফলতা যাচাই, মান বৃদ্ধিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীকৃত সার্টিফিকেট প্রদানকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ ভাবে কাজ করার জন্য NoU সাক্ষর।

iii. অটোমোবাইল সেক্টরের জন্য প্রযেয্য VAT, Tax, TDS, BDS, IT, AIT ইত্যাদি পর্যালনা করে সহায়ক কর ও শুল্ক কাঠামো নির্ধারণ এবং এসেসমেন্ট ও পরিশোধ প্রক্রিয়া সহজ করা। এর জন্য দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করা, রপ্তানীবৃদ্ধি ও আমদানী নির্ভরতা কমানোর জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃেত্বে অটোমোবাইল এসোসিয়েশন সহ NBR এর সাথে বিষয়সমূহ Fix করা।

২.২ এগ্রিকালচার মেশিনারী ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর

ক। বাংলাদেশে সময় উপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়েছে ৬০ এর দশকের শেষ ভাগে ও ৭০ এর দশকের ১ম ভাগে। তখন সবুজ বিপ্লব নামে কৃষি সংস্কার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য কমানোর টার্গেট করা হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে সরকার বিএডিসি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয় এবং কৃষিতে সেচের জন্য সেচ পাম্প বসানোর কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণের কাজ প্রয়োজনের তুলনায় খুব ধীরগতিতে এগিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের তরফ থেকে প্রণোদনা ও ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের কতিপয় ক্ষেত্রে বেশ উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সহস্রাধিক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান কৃষি যন্ত্রপাতি ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরি করছে। তার মধ্যে বগুড়া, নওগাঁ, দিনাজপুর, চুয়াডাঙ্গা, সিলেট, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ অন্যতম। খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য বগুড়া ও যশোর প্রসিদ্ধ। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সুনামের সাথে শস্য মাড়াই ও ঝাড়াই যন্ত্র, সেচ যন্ত্র, পাওয়ার টিলার, থ্রেচার, ঘাস কাটার যন্ত্র, নিড়ানি, বীজ বপন যন্ত্র সহ বিভিন্ন ধরনের স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনে ছোট ছোট কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করে এদেশের কৃষককে প্রতিনিয়ত কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করছে। হালকা প্রকৌশল শিল্পের বদৌলতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত যন্ত্রপাতির শতভাগ খুচরা যন্ত্রাংশ এ দেশে তৈরী হচ্ছে এবং আমদানিকৃত যন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশের খুচরা যন্ত্রাংশ বর্তমানে এ দেশের শিল্প উদ্যোক্তারা তৈরী করছে। কিছু কিছু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ISO সনদ অর্জন করেছে যা তাদের উৎপাদিত যন্ত্রাংশের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতির মধ্যে জমি প্রস্তুত, সেচ, মাড়াই ও বালাইনাশক ছিটানোর কাজে যন্ত্রের ব্যবহার প্রায় ৯০%। তবে জমি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ছোট আয়তনের চাষের জমি চাষের উপযোগী যন্ত্রের অভাব রয়েছে। কৃষির অন্যান্য কাজে এখনো যন্ত্রের ব্যবহার খুবই সীমিত আকারে রয়েছে যা এ সেক্টরের সম্ভাবনার একটি দিক।

খ। সম্ভাবনা: সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি শ্রমিকের উপর নির্ভরতা কমাতে কৃষি যান্ত্রিকিকরনের জন্য প্রনোদনা ও সাবসিডি দিয়ে সহায়তা করছে। বাংলাদেশে কৃষি যন্ত্রপাতির একটি ঊর্ধ্বমুখী চাহিদা তৈরী হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত কৃষকরা যন্ত্রের উপর অধিক থেকে অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। কৃষি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আশার কথা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ তাদের উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী শুরু করেছে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এটাকে অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রচেষ্টা ও সহযোগীতা। সরকারি ও প্রাইভেট সেক্টরকে এক সাথে কাজ করা। কৃষি যন্ত্রপাতি এবং খুচরা যন্ত্রাংশ রপ্তানী বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানীর একটি প্রতিশ্রুতিশীল নতুন খাত হয়ে উঠার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। যা আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের মত বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম।

গ। প্রধান প্রধান সীমাবদ্ধতা/সমস্যা সমূহ-

i. যে-সকল পার্টস/কম্পোনেন্ট দ্বারা কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী হয় তার শুল্ক হার অনেক বেশী। কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত কম্পোনেন্টস/পার্টসকে শিল্পের ক্যাপিটাল মেশিনারীর ন্যায় শুল্ক ধার্য করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

ii. আমাদের কৃষি জমি ক্ষুদ্র আকারের এবং ভিন্ন ভিন্ন মালিকের: ছোট আকারের জমি এবং ভিন্ন ভিন্ন মালিকের কারণে কৃষি যন্ত্রপাতির উপযোগীতা ও Cost effectiveness কমিয়ে দেয়।

iii. উচ্চ সংগ্রহ মূল্য: কৃষি যন্ত্রপাতি সরকার ভর্তুকি দিলেও কৃষকের নিজের যা দিতে হয় তা অনেক কৃষকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই কৃষকরা ঋণের উপর নির্ভরশিল হয় যা সকলের জন্য সংগ্রহ করা কঠিন।

iv. বিক্রয়-উত্তর সেবা খুব দুর্বল: দক্ষ অপারেটরের অভাব, মেশিন সার্ভিস ও খুচরা যন্ত্রাংশের সহজ লভ্যতা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়।

v. সার্ভিস মডেল ও মানব সম্পদ গ্যাপ: বহু মেশিনের মালিক লোকাল সার্ভিস প্রভাইডার। তারা নিজের জমি চাষ করে এবং মেশিনটি আবার ভাড়ায় চালাতে দেয়। কিন্তু সীমিত সময় ব্যবহারের কারণে Cost effective হয় না। অপরদিকে বহু সংখ্যক কৃষি খামারি যন্ত্রের সুফল সম্পর্কে জানে না এবং কৃষি যন্ত্রপাতির ওয়ার্কশপ সমূহ উপযুক্ত প্রশিক্ষন এর অভাবে উন্নত কারিগরি প্রযুক্তি ও ডিজাইন অনুযায়ী জিনিস তৈরী করতে পারে না।

vi. স্থানীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদনে মান নিয়ন্ত্রন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সার্টিফিকেশন এর অভাব: স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনে মান নিয়ন্ত্রনের জন্য সরকারি দপ্তর BSTI এখনো প্রস্তুত নয় অপর দিকে BITAC সক্ষমতা থাকলেও বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের জানা নাই এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সার্টিফিকেট গ্রহণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং সক্ষমতা অর্জনের বিষয়ে আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

vii. জাতীয় শিল্প নীতি ২০২২ এ কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্পকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে কতিপয় সুযোগ দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ নীতিতে উল্লিখিত অগ্রাধিকার মূলক সুবিধা দিচ্ছে না।

ঘ। দেশীয় উন্নত কৃষিযন্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নীতিগত সমন্বয় ও অংশীজনদের স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষায় সুপারিশ

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে যান্ত্রিকীকরণের গতি বাড়ছে, তবে দেশীয় যন্ত্র উৎপাদন এখনো কাঠামোগত ও নীতিগত সীমাবদ্ধতায় বাধাগ্রস্ত। বিশেষ করে কর, ভ্যাট, শুল্ক ও ভর্তুকি ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাবে স্থানীয় উৎপাদকরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। এই প্রেক্ষিতে, নিচের অংশে দেশীয় উন্নত কৃষিযন্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নীতি-সমন্বয় প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে রাজস্ব কাঠামো, শুল্কনীতি, এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, এই তিনটি দিককে কেন্দ্র করে বাস্তবায়নযোগ্য ও ফলপ্রসূ সুপারিশ দেওয়া হয়েছে, যা একদিকে স্থানীয় শিল্পকে শক্তিশালী করবে এবং অন্যদিকে কৃষকদের জন্য যন্ত্রপ্রাপ্তি আরও সহজলভ্য করবে।

প্রস্তাবনাগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে ক্ষেত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ, মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (KII) ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনার (FGD) ভিত্তিতে।

i. কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষি খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরীর বিষয়টি সামগ্রিকভাবে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক তত্বাবধান করার কথা থাকলেও তা এখন অনুপস্থিত। সরকার ও প্রাইভেট সেক্টর সম্মিলিত ভাবে উদ্যোগ নিতে হলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় ও দপ্তর সমূহ নিয়ে একটি সরকারি পর্যায়ে টাস্কফোর্স এবং প্রাইভেট সেক্টরের সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে একত্র করে কাজ করার জন্য বিসিআই বা এগ্রিকালচার মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন এর নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স হতে পারে। প্রাইভেট সেক্টর প্রয়োজনীয় সমস্যা ও পরামর্শ সরকারি টাস্কফোর্স দিবে এবং তাদের সহায়কতার সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে যেয়ে তা সমাধানের উদ্যোগ নিবে।

ii. **আর্থিক কাঠামো (কর ও ভর্তুকি)**

ক) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও পরিসেবায় ভ্যাট হ্রাস: বিদ্যুৎ, ট্রান্সফর্মার, ইঞ্জিন ও যন্ত্রাংশের উপর উচ্চ ভ্যাট স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় বাড়ায়। এই কাঁচামালগুলোর ভ্যাট কমালে স্থানীয় যন্ত্র প্রস্তুতকারীরা প্রতিযোগিতামূলক মূল্য দিতে পারবে এবং কৃষিযান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত হবে (উদাহরণঃ ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা) । এজন্য কৃষি ও হালকা প্রকৌশল খাতকে "Essential Sector" হিসেবে ঘোষণা করে স্তরভিত্তিক ভ্যাট (Tiered VAT) কাঠামো প্রবর্তন করা যেতে পারে। সব নির্মাতার ভ্যাট নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করলে স্বচ্ছতা ও করভিত্তি উভয়ই বাড়বে।

খ) ভর্তুকির কাঠামো কৃষক থেকে উৎপাদকদের দিকে পুনর্বিন্যাস: বর্তমানে কৃষকদের জন্য প্রদত্ত ভর্তুকির বড় অংশ বিদেশি যন্ত্র আমদানিকারকদের উপকারে যায়। তাই ভর্তুকির একটি অংশ স্থানীয় যন্ত্র নির্মাতাদের জন্য পুনর্বিন্যাস করা উচিত। বিশেষত যারা ট্র্যাক্টর, হারভেস্টার, সেচযন্ত্র ইত্যাদি উৎপাদন করে। মূল প্রস্তাবনা:

- শুধু স্থানীয়ভাবে উৎপাদনযোগ্য ও মানসম্মত যন্ত্রের জন্য ভর্তুকি।
- যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (যেমন CNC মেশিন, লেজার কাটার) ক্রয়ে কর রেয়াত।
- দীর্ঘমেয়াদি আমদানি নির্ভরতা রোধে ধীরে ধীরে ভর্তুকি প্রত্যাহার।
- সরকারী টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম বিডিং প্রতিরোধ ও শুধুমাত্র যাচাইকৃত স্থানীয় উৎপাদকদের যোগ্যতা নির্ধারণ।

গ) কর-রেয়াত প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও মুনাফাভিত্তিক কর ব্যবস্থা: বর্তমান জটিল কর-রেয়াত প্রক্রিয়ার কারণে উৎপাদকরা প্রণোদনা পায় না। এজন্য একটি ডিজিটাল কর-রেয়াত আবেদন ও অনুমোদন প্ল্যাটফর্ম চালু করা প্রয়োজন। কর আরোপ করতে হবে প্রকৃত মুনাফার উপর ভিত্তি করে, ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ব্যয় পৃথকভাবে হিসাবের বাধ্যবাধকতা রেখে। জার্মানি ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো কাঠামো অনুসরণ করলে কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত হবে।

ঘ) কৃষিযন্ত্র খাতের জন্য বিশেষ কর পরামর্শক নিয়োগ: অনেক স্থানীয় উৎপাদক অতিরিক্ত কর ও দ্বৈত কর প্রদানের অভিযোগ করেছেন। এজন্য কৃষি মন্ত্রণালয় (MoA) থেকে দুই বছরের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত কর-আইনজীবী (Tax Lawyer) নিয়োগের প্রস্তাব করা হচ্ছে, যারা উৎপাদকদের কর-সংক্রান্ত সহায়তা দেবে এবং NBR-এর সাথে সমন্বয় করবে। এতে ব্যবসাগুলো আইনগতভাবে সচেতন হবে, অযথা করের বোঝা কমবে এবং ভবিষ্যতে রাজস্বভিত্তি প্রসারিত হবে।

iii. শুল্ক কাঠামো

ক) স্থানীয় উৎপাদন ও আমদানির মধ্যে কৌশলগত শুল্ক পার্থক্য: দেশীয় উৎপাদন রক্ষায় ও বাজার ভারসাম্য বজায় রাখতে নিম্নোক্ত কাঠামো প্রস্তাব:

- উচ্চ শুল্ক: সম্পূর্ণভাবে দেশীয়ভাবে উৎপাদনযোগ্য যন্ত্রে (যেমন পাওয়ার টিলার, চপার)।
- মধ্যম শুল্ক বৃদ্ধি: আংশিকভাবে স্থানীয়ভাবে সংযোজিত পণ্য (যেমন হারভেস্টার, প্ল্যান্টার)।
- অপরিবর্তিত শুল্ক: যন্ত্র যা দেশে এখনো উৎপাদনযোগ্য নয় (যেমন মাওয়ার, বেলার)। এই কাঠামো স্থানীয় বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে।

খ) কৃষিযন্ত্র উৎপাদকদের জন্য বন্ডেড গুদাম সুবিধা সম্প্রসারণ: বর্তমানে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা কেবল রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য প্রযোজ্য। কৃষিযন্ত্র খাতেও এটি প্রয়োগ করলে উৎপাদনের কাঁচামাল খরচ কমবে, গুণগত উপকরণ সহজলভ্য হবে এবং দেশীয় উৎপাদন প্রতিযোগিতামূলক হবে।

গ) আমদানিকৃত যন্ত্রের সাথে আসা যন্ত্রাংশ নিয়ন্ত্রণ: শূন্য শুল্কে আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ বাজারে আলাদাভাবে বিক্রি হয়ে স্থানীয় উৎপাদকদের ক্ষতি করছে। এজন্য প্রস্তাব:

- যন্ত্রাংশকে আলাদা কাস্টমস ঘোষণার আওতায় আনতে হবে।
- নির্দিষ্ট সীমার বেশি যন্ত্রাংশে সাধারণ শুল্ক আরোপ।
- নতুন HS কোড উপশ্রেণি চালু করে যন্ত্রাংশ পৃথকীকরণ।
- কাস্টমস পর্যবেক্ষণ ও অনিয়মে জরিমানা প্রবর্তন।

ঘ) BITAC-এর মাননিয়ন্ত্রণ ভূমিকা জোরদার: BITAC-কে স্থানীয় ও আমদানিকৃত উভয় ধরনের কৃষিযন্ত্রের গুণগত পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা দিতে হবে। স্থানীয় পরিবেশের উপযোগী ও মানসম্মত যন্ত্রকেই শুল্কছাড় বা ভর্তুকি প্রদানের যোগ্য ঘোষণা করা উচিত।

iv. প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সুপারিশ

ক) NBR-এর অভ্যন্তরীণ সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ শক্তিশালীকরণ: NBR-এর আওতায় একটি কৃষিযন্ত্র টাস্কফোর্স গঠন করা উচিত, যা খাতভিত্তিক নীতি সমন্বয়, কর রেয়াতের অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং কাস্টমস-ভ্যাট সমন্বয় জোরদার করবে। এছাড়া ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (NSW) দ্রুত বাস্তবায়ন করলে ৩৫টি সরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিত হবে এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস পাবে।

খ) কৃষিযন্ত্র খাতের জন্য HS Code 10 প্রবর্তন: একটি বিশেষ HS Code 10 প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষিযন্ত্র ও এর যন্ত্রাংশের জন্য পৃথক শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করা উচিত। এতে,

- নির্দিষ্ট পণ্য ও ইনপুটের জন্য পৃথক শুল্কহার নির্ধারণ সম্ভব হবে,
- স্থানীয় উৎপাদকরা কম শুল্কে কাঁচামাল আমদানি করতে পারবে,
- ভর্তুকি ও কর-রেয়াতের টার্গেটিং সহজ হবে,
- এবং SAFTA ও ASEAN কাঠামোর আওতায় রপ্তানি সুবিধা অর্জন সম্ভব হবে।

v. ভ্যাট হ্রাস, লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকি, সরল কর কাঠামো ও কৌশলগত শুল্ক নীতি একত্রে দেশীয় কৃষিযন্ত্র উৎপাদনকে উৎসাহিত করবে। NBR ও BITAC-এর সমন্বিত ভূমিকা এবং HS Code 10 প্রবর্তন কৃষিযান্ত্রিকীকরণের টেকসই প্রবৃদ্ধি ও কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ঙ। গ্লোবাল বেস্ট প্রাকটিস ফর এগ্রো মেশিনারি ইন্ডাস্ট্রিজ এর অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ কিভাবে কাজ করতে পারে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

i. Mechanization as a service (rental / custom hiring / MSP models) Custom Hiring Centres (CHCs) এর মাধ্যমে বেসরকিারী সার্ভিস প্রভাইডার অথবা peer-to-peer ভাড়ার মাধ্যমে অনেক ক্ষুদ্র কৃষি জমির মালিক মেশিন না কিনে মেশিন ব্যবহার করতে পারে এবং ক্ষুদ্র খন্ড জমির ক্ষেত্রে এটি ইন্ডিয়াতে বেশি কার্যকর হচ্ছে, মেশিনের মালিক হওয়ার চাপ থেকে মুক্ত রাখছে।

বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে

- বাংলাদেশে এ ব্যবস্থা কার্যকর করতে সরকারি সহায়তায় কম আয়ের ও রিমোট এরিয়াতে CHCs চলতে পারে এবং অন্যান্য সক্ষম ও জনবহুল এলাকায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাণিজ্যিকভাবে CHCs চলতে পারে।
- ঋতুভিত্তিক চলনসই ব্যবসার মডেল যেখানে মেশিন (multi-crop attachments/short-term rental) এর মাধ্যমে চলতে পারে কারণ বর্ষা ও ফসল উৎপাদনের সময় বিবেচনায় মেশিনের কার্যকর ব্যবহারের সময় খুব সীমিত।
- সরকারি সাবসিডি:- Service provision performance এর উপর নির্ভর করবে যেমন (নুন্যতম ভাড়ায় সময় এবং ভৌগলিক কভারেজ) শুধুমাত্র মেশিন হস্তান্তর নয়।

ii. Scale-appropriate, modular equipment and small-scale tech: বড়ট্রাক্টর/বড় হারবেস্টার বড় কমার্শিয়াল ফার্ম এর ক্ষেত্রে কার্যকর কিন্তু ছোট বিভাজিত জমির ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। টু-হুইল ট্রাক্টর, মিনি ট্রেলার, একের অধিক কাজে ব্যবহার এবং নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী কাজে লাগাতে পারলে যন্ত্রের অলস টাইম কমবে।

বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে

- ছোট কম ওজনের মেশিন এবং বহুবিধ কাজ করতে সক্ষম যন্ত্রকে অগ্রাধিকার দিতে পারে যা ক্ষুদ্র ও বিভাজনকৃত জমিতে কার্যকর হবে।
- স্থানীয় ভাবে উৎপাদন সক্ষম ডিজাইন ও মান যেন পার্টস/মেশিন পরস্পর বদলানো সম্ভব হয় যার ফলে বিক্রয় উত্তর সেবা সহজ হবে এবং আমদানি নির্ভরতা কমবে।

iii. Service & after-sales networks + spare-parts standardisation: যে সকল দেশের শক্তিশালী মেকানাইজেশন আছে তার spare-parts ecosystems, সার্টিফাইড ডিলার এবং মেশিনের জন্য প্রশিক্ষন ঠিক ভাবে থাকে যার মাধ্যমে কৃষকের আস্থা অর্জিত হয়। FAO ও অন্যান্যরা দেখেছে spare-parts এর সহজলভ্যতা ও দ্রুত বিক্রয়োত্তর সেবা মেশিনের দামের মতই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে

- মোবাইল সার্ভিস ভ্যান, আঞ্চলিক spare-parts হাব এবং মেশিনের পার্টস এর আন্তমেশিন পরিবর্তনের জন্য একটি জাতীয় পার্টস নাম্বারিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে।
- স্থানীয় workshop-কে (tooling vouchers, metrology equipment) দিয়ে ব্যবহার যোগ্য কমন পার্টস সমূহ তৈরীর উদ্যোগ নিতে পারে যার ফলে রিপেয়ারের জন্য অপেক্ষার সময় কমবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের চাপ কমবে।

iv. Finance & risk-sharing designed for low cashflow users: flexible credit, leasing, pay-per-use, and performance-linked সাবসিডি একটি সফল প্রোগ্রাম এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। FAO এবং World Bank ঋতু অনুযায়ী সকল কাজের জন্য micro-leasing এবং CHCs এর মধ্যে blending recommend করছে।

বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে

- কোন ব্যক্তিকে না দিয়ে সার্ভিস প্রোভাইডার জন্য Pilot asset-finance products (leasing) চালু করতে পারে।
- ব্যবহার অনুযায়ী মোবাইল পেমেন্টের মাধ্যমে টাকা আদায় ও গ্যারান্টি সুবিধা দিতে পারে যার ফলে গ্রামীন উদ্যোক্তাদের ব্যাংক কোলাটেরল দেয়ার পরিমান কমবে।

v. Training, accreditation and digital extension: অপারেটর ও মেকানিকদের প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোক্তাদের ব্যবসা দক্ষতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Digital platforms

(booking, payments, telematics) ব্যবহার বৃদ্ধি ও সচ্ছতা নিশ্চিত করে। পর্যালচনা থেকে দেখা যায় digital matchmaking improves uptake of hire services.

বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে

- অপারেশন ও বিনিয়োগ এর উপযোগী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য TVET কার্যক্রম এর কারিকুলাম পুন:নির্ধারন করতে পারে, CHCs ও সার্ভিস প্রোভাইডারদের সার্টিফাইড করতে পারে।

vi. Local manufacturing + supplier development (appropriate tech transfer): স্থানীয় ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী যারা আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে (tooling, castings, simple assemblies) যা কর্মসংস্থান তৈরি করে ও খরচ কমায় তাদের প্রয়োজনে সহযোগিতা দান তবে অবশ্যই মার্কেট সাইজ ও মানের সহিত সমঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সংরক্ষণবাদী নীতির মাধ্যমে অনুপযুক্ত বৃহৎ যন্ত্রপাতি আমদানিকে গবেষণা নিরুৎসাহিত করছে।

বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে

- "Low-hanging" parts এবং simple machines (power tillers, reaper heads, small combines) কে স্থানীয় উৎপাদনের জন্য বেছে নিতে পারে।
- Captive এবং low-quality market avoid জন্য matching grants কে tooling, mandatory quality audits এবং export target এর সাথে সমন্বিত করতে পারে।

vii. Policy design — conditional & performance-based subsidies: অভিজ্ঞতায় দেখা যায় unconditional machinery subsidies can distort markets অপরদিকে conditional incentives (e.g., tied to service hours, geographic coverage, operator training, and spare-parts stocking) ভাল ফল দেয়। FAO/World Bank performance-based subsidy design করার সুপারিশ করছে।

বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে

- বিদ্যমান সাবসিডি ব্যবস্থাকে পুন:বিন্যাস করে CHC অথবা ক্রেতার যাচাই যোগ্য KPIs (rental hours, training certificates issued, rural coverage) ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে পারে।

- ভৌতিক বিতরণ যেন না ঘটে এর জন্য digital logs এবং periodic audit এর ব্যবস্থা করতে পারে।

viii. Contextual R&D and adaptive pilots: যে সকল দেশ সফলতা অর্জন করেছে তারা iterative pilots (different terrain, cropping systems) এবং মেশিনারী ডিজাইনকে স্থানিয় মাটি, মাঠের ধরণ এবং water regimes এর সাথে adaptive করেছে।

বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে

- স্থানীয় R&D partnerships (universities + manufacturers + farmer groups) কে fund করতে পারে তারা haor-specific harvester adaptations, shallow-draft implements, and multi-crop reapers.
- চূড়ান্ত ক্রয়ের পূর্বে বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে ৬-১২ মাসের ডেমো করতে পারে।

চ। উপরোক্ত প্রস্তাবিত বিষয় সমূহের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত roadmap অনুসরন করা যেতে পারে:

i. ১ম ৬ মাস: ৬টি pilot CHCs কার্যক্রম শুরু করা বিভিন্ন ধরনের ক্রপ প্যাটার্ন অঞ্চলে (haor, char, high-intensity paddy) সাথে সার্ভিস KPI এবং অপারেটরদের জন্য ভর্তুকি দিয়ে মেশিন দিয়ে।

ii. ৬-১৮ মাস: দুইটি আঞ্চলিক spare-parts hubs স্থাপন, মোবাইল সার্ভিস ভ্যান এবং একটি জাতীয় small-parts standardization register প্রবর্তন করা।

iii. ১২-৩৬ মাস: Finance window for MSP entrepreneurs (soft loans + guarantee) মেকানিক, অপারেটর এবং digital booking pilot এর জন্য যথাযথ TVET কারিকুলাম প্রবর্তন।

iv. ৩-৫ বছর: সুনির্দিষ্ট পণ্য (মেশিন) উৎপাদনের জন্য স্থানীয় উৎপাদকদের উৎসাহ প্রদান (reaper heads, tiller gearboxes) with PLI-style conditional incentives tied to export or quality accreditation.

ছ। এগ্রিকালচার মেশিনারী ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের উন্নয়নের জন্য এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক এমন বিষয় সমূহ নিম্নরুপঃ

i. জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এ উল্লিখিত অগ্রাধিকার খাত হিসাবে কৃষিযন্ত্র ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাত যে সকল সুবিধা পাওয়ার কথা এ সকল সুবিধা সমূহ নিশ্চিত করার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।

ii. কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী খাতে আর্থিক সহায়তা পাওয়া নিশ্চিত করা জরুরী। স্বল্প সুদে ও ঝামেলামুক্ত ভাবে ঋণ প্রাপ্তির জন্য সমস্যা সমূহ সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

iii. কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন সেক্টরের জন্য আর্থিক কাঠামো (কর ও ভর্তুকি) এবং শুল্ক কাঠামো দেশীয় কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন সেক্টরের বিকাশের উপযুক্ত করে নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ।

iv. কৃষি যন্ত্রপাতির উৎপাদনের জন্য পার্টস ও কম্পোনেন্টের উপযুক্ত মান নির্ধারন সহজলভ্য করা এবং আন্তর্জাতিক সিকৃত সার্টিফিকেটি গ্রহণের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।

২.৩ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর

ক। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং কে "Mother of all industries" বলা হয় এবং এটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপ খাত। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিভিন্ন শিল্পের মেশিনারি, ইকুইপমেন্ট ও স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ করে পশাপাশি শিল্পের মেশিনারী সচল রাখার জন্য মেইনটেন্যন্স ও রিপেয়ারিং সার্ভিস দিয়ে থাকে। বিভিন্ন শিল্পে যে দক্ষ মেকানিকরা কাজ করে তারা লাইটিং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কাজ করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ হয়েছে। এ সেক্টরে অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র প্রায় ৫০ হাজার ইউনিট সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তবে বগুড়া, যশোর, নারায়ণগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, জিনজিরা, ধোলাইখাল ইত্যাদি অঞ্চলে এ শিল্পের আধিক্ষ্য রয়েছে। এ শিল্পে বর্তমান প্রায় ১০ লক্ষ জনবল কর্মরত রয়েছে এবং প্রতি বছরে এ শিল্প সেক্টর থেকে প্রায় ৬.২ বিলিয়ন ডলার পণ্য উৎপাদিত করে যা আমাদের স্থানিয় চাহিদার অর্ধেক এবং আমাদের জিডিপির প্রায় ২.৫ শতাংশ এবং এ শিল্প জাত পণ্যের বিশ্ব বাজারে চাহিদা ৮ ট্রিলিয়ান ডলার। বড় করে চোখে না পড়লেও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।

খ। Opportunity (সম্ভাবনা)

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সম্ভাবনার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই

i. **Huge local and export demand:** বাংলাদেশের এ খাতের চাহিদা ১২ বিলিয়ন ডলার। চাহিদার অর্ধেক লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর মিট করে থাকে এবং এই সেক্টরের পণ্যের গ্লোবাল চাহিদা হল প্রায় ৮ ট্রিলিয়ন ডলার।

ii. **Government Priority Sector and Policy Support:** সরকার লাইটিং ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরকে অগ্রাধিকার সেক্টর হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছে এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পলিসি ২০২২ ঘোষণা করেছে ; যার মধ্যে নতুন শিল্পের জন্য ট্যাক্স হলিডে, আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও ক্যাপিটাল মেশিনারির শুল্ক ছাড় এবং রপ্তানি মূল্যের উপর নগদ প্রণোদনা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

iii. **Diverse product portfolio:** লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর প্রায় ১০ হাজার প্রকার পণ্য তৈরি করে, যার কতিপয় -

- বাইসাইকেল- লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের মেজর এক্সপোর্ট আইটেম, যার ৮০ শতাংশ ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানি হয়।
- ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক- Samsung, LG, Walton এর assembling product তৈরি করে।
- Automotive component- ৯৯% স্থানীয় মোটরসাইকেল দেশে উৎপাদিতি বা সংযোজিত হয়।

- Agriculture equipment- লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর থেকে পাওয়ার টিলার ও সেচ পাম্প বানানো হয়।

iv. **Strategic advantage:** বাংলাদেশে কম বেতনে প্রচুর যুব শ্রেণীর লোক পাওয়া যায় এবং এসব পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশ অধিকার রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ অন্যান্য দেশে।

v. **Strong industry base:** লাইটিং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প দেশের ১৮ টি জেলার ৩৪ টি ক্লাস্টারে বিভক্ত রয়েছে। সরকার বিটাকের মাধ্যমে এসব ক্লাসটারে সাপোর্ট দেয়ার জন্য Common facility centre (CFC) তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে। SME Foundation ও তাদের সহায়তা দিয়ে থাকে।

গ। Challenges (চ্যালেঞ্জ):

i. **Outdated technology and low productivity:** এই শিল্প সাধারণত ম্যানুয়াল লেবারের উপর নির্ভর করে এবং পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়ে চলে তাদের কোয়ালিটি চাহিদা অনুযায়ী হয়না এবং প্রচুর Row material wastage হয়।

ii. **Limited access to finance:** ফরমাল ব্যাংক ঋণ পেতে নানা সমস্যা ও উচ্চ সুদের কারণে তারা উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ক্রয়ে বিনিয়োগ করতে পারছে না।

iii. **Skill gap and training:** বর্তমানে দক্ষ ও নতুন প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ানের খুব অভাব।

iv. **Data and market information gaps:** পণ্যের চাহিদা সম্পর্কে সঠিক ও বাস্তবসম্মত তথ্য না থাকায় উৎপাদন কত করতে হবে তা যথাযথভাবে ঠিক করতে পারছে না এবং এফডিআই আকর্ষণও সম্ভব হচ্ছে না।

v. **Raw material Constraints:** লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে প্রায় সকল কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। বর্তমান টারিফ স্ট্রাকচারে কোন পণ্যের ফিনিশড প্রোডাক্টের চেয়ে কাঁচামালের কর বেশি পড়ে।

vi. **Substandard infrastructure:** যেমন সময় মত বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ পাওয়া এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাস সাপ্লাই নিয়মিত ভাবে না পাওয়া এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অপ্রচলনতা/না থাকা।

vii. **Competition from low priced import:** অনেক সময় শুল্ক কম দিয়ে অনেক আমদানী কারক এ সেক্টরের তৈরীতে পণ্যের অনুরুপ পণ্য আমদানি করে যা স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের চেয়ে কম দামে বাজারে বিক্রি হয়। ফলে স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কমে যায়।

viii. **Sub-Contracting Rules:** সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ এর বিধান অনুসরণ করে এখন সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ Sub-Contracting Rules অনুযায়ী লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাত থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারছে না। PPR -২০০৮ সংশোধন এ ক্ষেত্রে খুব জরুরী।

ix. **Special Credit Fund:** এ খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক/আর্থবিভাগ কর্তৃক কোন Special Credit Fund Scheme নাই।

x. **সরকারি অনুদান:** সরকার সমতল কৃষকদের এগ্রিকালচার মেশিনারী ক্রয়ের জন্য ৫০% এবং হাওড়ের চাষীদের জন্য ৭০% Subsidy দিয়ে থাকে কিন্তু দেশিয় এগ্রিকালচার মেশিনারি উৎপাদকগন এ Subsidy পায় না। ফলে আমদানিকৃত পণ্য দেশে বেশী আসছে।

ঘ। Way Forward

এই চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং এর সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের জন্য সরকার, শিল্প এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্পৃক্ত করে একটি বহুমুখী কৌশল গ্রহণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেমন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট অধীন দপ্তর সমূহকে নিয়ে সরকারি পর্যায়ে একটি টাস্কফোর্স এবং বিসিআই এর নেতৃত্বে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফাউন্ড্রি শিল্প সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন এবং নতুন নতুন উদ্ভাবন ও নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট সেক্টর এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিয়ে ইনোভেশন ও গবেষনার জন্য উপযুক্ত ফান্ড তৈরী।

সার্বিক ভাবে বাংলাদেশে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের বিকাশের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলগত দিকের প্রতি নজর দেয়া আবশ্যক:

i. Technology modernization:

- Subsidies for technology development: অতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলিকে (MSMEs) আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা যাতে তারা Computer Numerical Control (CNC) এবং অটোমেশনের মতো আধুনিক যন্ত্রপাতি গ্রহণ করতে পারে, যা পুরনো প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনে।
- Common Facility Centre (CFC): শিল্প ক্লাস্টারগুলিতে CFC-এর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যাতে ব্যয়বহুল প্রযুক্তি, পরীক্ষার সুবিধা এবং তাপ পরিশোধন কেন্দ্রগুলিতে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়, যা অনেক ছোট কোম্পানি ব্যক্তিগতভাবে বহন করতে পারে না।

ii. Skill development and training:

- Advanced Vocational Training: দক্ষতার ঘাটতি পূরণ করতে এবং আধুনিক উৎপাদনের চাহিদার সাথে কর্মীবাহিনীকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) কর্মসূচির পরিধি বৃদ্ধি করা।
- Industry-Academia Cooperation: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ তৈরি করা যাতে প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম শিল্পের চাহিদার সাথে প্রাসঙ্গিক হয়। একই সাথে প্রাইভেট সেক্টরের সহযোগিতা নিয়ে হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ সৃষ্টি।

iii. Financial support and access:

- Dedicated Loans and Venture Funds: প্রযুক্তির উন্নয়ন, কাঁচামাল ক্রয় এবং সম্প্রসারণের জন্য অর্থায়নের জন্য হালকা প্রকৌশলী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য বিশেষ, কম সুদের ঋণ সুবিধা এবং Venture Funds প্রতিষ্ঠা করা।

- Formalize initiatives: ঋণ এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র, অনানুষ্ঠানিক উদ্যোগগুলিকে তাদের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকীকরণে সহায়তা করা।

iv. Rationalize policy and regulation:

- Resolve tax and customs issues: স্থানীয় উৎপাদনকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য কাঁচামাল এবং তৈরি পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক সমন্বয় করা। এছাড়াও, ভ্যাটের মতো করের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
- Enforce policy implementation: লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উন্নয়ন নীতি ২০২২ এবং অন্যান্য প্রণোদনা যাতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগগুলিতে কার্যকরভাবে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ এবং জবাবদিহিতা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা।

v. Increased export competitiveness:

- Quality Assurance & Branding: লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের জন্য একটি ডেডিকেটেড জাতীয় সার্টিফিকেশন সংস্থা গড়ে তোলা এবং বিশ্বব্যাপী বাজারে আস্থা বৃদ্ধির জন্য "মেড ইন বাংলাদেশ" ব্র্যান্ড ইমেজ প্রচার করা।
- Market diversification: আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিগুলিকে কাজে লাগিয়ে এবং আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের উদীয়মান বাজারগুলিকে লক্ষ্য করে ইইউ এবং উত্তর আমেরিকার মতো ঐতিহ্যবাহী গন্তব্যস্থলের বাইরে নতুন রপ্তানি বাজার অনুসন্ধান করা।

ঙ। তাছাড়াও নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ এ সেক্টরের বিকাশে সহায়ক হতে পারে-

i. সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্লাস্টারগুলোর লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইকো-সিস্টেম প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ।

ii. লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার জেলাগুলির জন্য লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প পার্ক স্থাপন করা।

iii. লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রধান প্রধান ক্লাস্টারে 'কাঁচামাল ব্যাংক' স্থাপন করা।

iv. আধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সমস্যা সমাধানের গবেষণা এবং নতুন পণ্যের বিপণন সহ রিয়েল টাইম 'Support Services' প্রদানের জন্য শিল্প-বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট সেক্টর সংযোগ জোরদার করা।

v. লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা নির্বাচনে দক্ষতা উন্নয়ন সহায়তা ও সামাজিক ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

চ। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়নের জন্য এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক এমন বিষয় সমূহ নিম্নরুপ:

i. **পুঁজি ও প্রযুক্তি:** রপ্তানিযোগ্য বা আমদানী বিকল্প লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য উৎপাদন করতে হলে বর্তমান দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিবর্তে উন্নত প্রযুক্তির বিকল্প নেই। আর এই প্রযুক্তি সারাবিশ্বে আজ উন্মুক্ত। প্রয়োজনঃ স্বল্প সুধে দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প ঋণের সুযোগ। এই ঋণ ব্যাংকের প্রচলিত ঋণ ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। এ'ক্ষেত্রে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য অন্ততঃ এক হাজার কোটি টাকার একটি ডেডিকেটেড ফান্ড দরকার। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসির কৌশলগত লক্ষ্য ৪.১০.৪ এর মাধ্যমে উল্লেখ রয়েছে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ে পলিসি বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ঋণ

তহবিলের প্রস্তাবটি সুপারিশ আকারে ইআরডিতে অপেক্ষমান রয়েছে। প্রযুক্তি হস্তান্তর বা লাগসই প্রযুক্তি আমদানী পূর্বক শিল্প স্থাপন করা ব্যতিত বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন যেহেতু সম্ভপর নয় তাই প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ঋণ সুবিধার বিষয়টি পরস্পরের সহিত জড়িত।

ii. **শিল্প পার্ক:** বর্তমান বিশ্বে কমপ্লায়েন্স পরিবেশে শিল্প ব্যতিত পণ্য রপ্তানি সম্ভপর নয়। আমাদের দেশে বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্তভাবে শিল্প ক্লাস্টার গড়ে ওঠার ফলে পরিবেশ বা কমপ্লায়েন্স এর শর্ত পূরণ করে শিল্প স্থাপন যথেষ্ট ব্যয় সাধ্য। তাই ২০০৬ সালে বিসিকের সাথে মুন্সিগঞ্জ জেলাস্থ বেতকায় একটি শিল্পপার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করা হয়। ২০২১ সন থেকে শিল্পপার্কটি তৈরি সম্পন্ন করে অবিক্রিত অবস্থায় পরে আছে। আমরা বাজার থেকে অধিক মূল্য হওয়ায় বেতকায় নির্মিত শিল্প প্লটের বরদ্দ নিতে পারছি না। উল্লেখ্য, আমরা বাহিরে বিক্রির জন্য অনাপত্তিপত্র দিলেও এখনও ক্রেতার অভাবে বিসিক বিক্রয় করতে পারছে না। আমরা উক্ত শিল্পপার্কটিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল শেড করে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভাড়ার ভিত্তিতে বরাদ্দ করার সুপারিশ করছি। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প খাত এ ক্ষেত্রে উপকৃত হবে।

iii. **নীতি সহায়তা:** যে সমস্ত পণ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে কাচাঁমাল আমদানি করা হয়, সে' সকল আমদানীকৃত কাঁচামালের আমদানী শুল্ক ও মূসকসহ সর্ব-সাকুল্যে শতকরা ৫০% এর অধিক শুল্ককর দিতে হয়। অবশ্য সে'সব কাচাঁমাল দিয়ে তৈরিপণ্য আমদানী পর্যায়ে শুধুমাত্র ১% শুল্ককর ধার্য রয়েছে, যা দেশীয় শিল্পের জন্য কাঙ্খিত নয়।

iv. **আয়কর:** লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ব্লান্ডার (মিক্সার গ্রাইন্ডার, রাইস কুকার, কেতলী ও ইন্ডাকশন কুকার) এর উপর আমদানি ও স্থানীয় বাজারের ক্রয়কৃত উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশের উপর অগ্রীম আয়কর এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১০ বছরের জন্য আয়কর অব্যাহতি রয়েছে। তাদেরকে বিধি অনুযায়ী লিমিটেড কোম্পানি হতে হয়। কিন্তু ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই সুবিধা না থাকার ফলে একই ব্যবসায় সুযোগ সুবিধা প্রদানে বৈষম্য বিরাজমান, যা' শিল্প উন্নয়নে কাঙ্খিত নয় । অতএব, ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানকেও লিমিটেড কোম্পানির মতো ১০ বছরের করমুক্ত সুবিধায় অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন।